চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 February, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১৫ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে বাজেট অধিবেশন শুরু ২০ মার্চ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ২০ মার্চ থেকে শুরু হবে। ওই অধিবেশন দ্বাদশ বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন। বৃস্পতিবার ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা বাজেট অধিবেশনের দিনক্ষণে সিলমোহর দিয়েছে।

এ-বিষয়ে আইন, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মন্ত্রিসভা বাজেট অধিবেশনের অনুমোদন দিয়েছে। আগামী ২০ মার্চ থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের পৌরোহিত্যে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক সম্ভবত মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা জানিয়েছিলেন, ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য আবারও জনমুখী বাজেট পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার। তাতে সমস্ত দিক খেয়াল রাখা হবে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষিক্ষেত্রকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হবে।

দিল্লিতে হিংসা অব্যাহত, মৃত্যু বেড়ে ৩৭ উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বুধবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৭-এ পৌঁছেছে। অর্থাতবুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে দিলশাদ গার্ডেনের গুরু তেগ বাহাদুর (জিটিবি) হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে ৫ জনেব। জিটিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার সুনীল কুমার গৌতম জানিয়েছেন, ৩৪ জনের মধ্যে গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে মোট ৩০ জনেব। এছাড়াও লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জগ প্রভেশ চন্দ্র হাসপাতালেও একজনের মৃত্যু হয়েছেঊ হিংসাত্মক ঘটনায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ২০০-রও বেশি মানুষ।

দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সাথে বৃহস্পতিবার সাক্ষাৎ করেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল।

প্রচুর সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে এখনও উত্তেজনা বজায় রয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং বহিরাগতদের বিশেষভাবে নজরে রেখেছে দিল্লি পুলিশঊ উত্তর-পূর্ব দিল্লির মৌজপুর, জাফরাবাদ, সীলমপুর এবং বদরপুরে বৃহস্পতিবার সকালেও মোতায়েন ছিল প্রচুর সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। বৃহস্পতিবারও উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দিল্লির দমকল অফিসার অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বুধবার রাত বারোটা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত হিংসা কবলিত এলাকা থেকে ১৯ বার ফোন আসে দমকল বিভাগে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনা ও মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ। উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লি-হিংসায় মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকাহত রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাই নদীতে উদ্ধার এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। ধলাই জেলার আমবাসার জগন্নাথপুর এলাকায় ধলাই নদী থেকে আওলিরাই রিয়াং নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এসডিপিওর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী।

পেশায় কাঠমিস্ত্রি অলিরাই রিয়াং- এর বাড়ি জগন্নাথপুর এলাকায়। এইদিন সকালে স্থানীয় লোকজন ধলাই নদীর জলে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে অলিরাই রিয়াং-এর বাড়িতে খবর দেয়। পরে বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ শনাক্ত করে। মৃত ব্যক্তির মেয়ে জানিবুং রিয়াং জানান বুধবার রাতে তার বাবার মোবাইলে কল করেছিল। তখন তার বাবা বলেছিল তিনি কোন অজ্ঞাত জায়গায় রয়েছেন। তিনি নিজে জায়গাটা চিনতে পারছেন না। ওনাকে যেন সেই জায়গা থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু জানিবুং রিয়াং বাবার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিন সকালে জানিবুং রিয়াং-এর বোনের জামাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেরোইন কেনাবেচার সময় মন্ত্রীর দেহরক্ষীসহ গ্রেপ্তার তিন পুলিশকর্মী

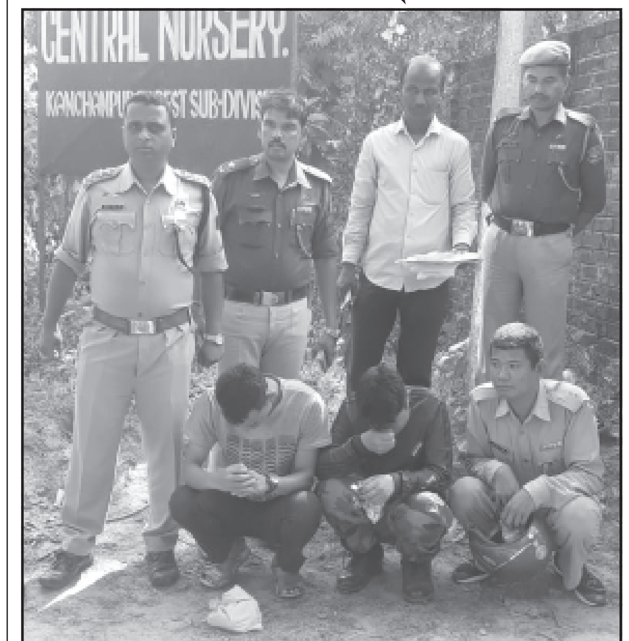

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। হেরোইন কেনাবেচার সময় তিন পুলিশ কর্মী হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ত্রিপুরা সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা দেহরক্ষী বলে শনাক্ত হয়েছেন।

কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঞ্চনপুর থানার ওসি পরিতোষ দাসকে সাথে নিয়ে অভিযানে নেমে ৯ গ্রাম হেরোইন-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। হেরোইনগুলো ১৪৮টি কোটায় ভরতি ছিল।

তিনি বলেন, গোপন সূত্রে খবর আসে, বন দফতরের সেন্ট্রাল নার্সারিতে নেশা সামগ্রীর লেনদেন হচ্ছে। ওই খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ত্রিপুরা পুলিশের দুই কর্মী এবং একজন টিএসআর জওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, কাঞ্চনপুর আদালতের পুলিশ কর্মী নরোত্তম চাকমা এবং দেহরক্ষী দিলীপ চাকমা ও টিএসআর ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের রাইফেলম্যান সঞ্জীব চাকমাকে হেরোইন-সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। ৩১ মার্চ শেষ হচ্ছে ১০৩২৩ এর চাকুরীর মেয়াদ। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যে রাজনীতির পারদ চড়ছে। একই সাথে এই ১০৩২৩ এর বিকল্প কর্মসংস্থান নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল সিপিএমের মধ্যে চলছে জোর তরজার লড়াই। শিক্ষামন্ত্রী ১০৩২৩ ইস্যুতে বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস দিচ্ছেন, অন্যদিকে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট নেতৃত্ব জোট সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করছে। বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর ১০৩২৩ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বিজনবাবুর বক্তব্য খন্ডন করেছেন। বিজনবাবুকে জ্ঞানপাপি বলেও কটাক্ষ করেছেন। পাশাপাশি

বিজন ধর

রতন লাল নাথ

ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। বিজন ধর ১০,৩২৩ শিক্ষকদের পুনর্বাসনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দাবি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে রিয়াং শরণার্থী ইস্যুতে বিজেপি সরকারের দিকে আঙুল তুললেন বামফ্রন্ট আহ্বায়ক বিজন ধর। তিনি বলেন, এটা প্রতারণার দলিল। রিয়াংদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। এর বিরুদ্ধে আমরা (বামেরা) নই। কিন্তু প্রশ্ন হলো এক রাজ্য থেকে আসা অপর রাজ্যে থাকা রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন না করিয়ে কেন পুনর্বাসন? এর পেছনে কি কারণ রয়েছে। যে চুক্তি করা হয়েছে তাকে প্রতারণার দলিল বললেন বিজন ধর। তিনি বলেন, রাজ্যের কোন দলকে এই নিয়ে যে বৈঠক হয়েছে সেখানে ডাকা হয়নি। বামেরাও ডাক পায়নি। সুতরাং যে পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এসবের বিষয়গুলো উল্লেখ করে বিজন ধর বলেন, মিজোরামেতো বিজেপির বন্ধু সরকার রয়েছে। সেই রাজ্যের সরকারের সাথে কোন আলাপ না করেই কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যশপাল সিংয়ের জামিনের আবেদনে পরবর্তী শুনানী ৩ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদনের আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি হয়েছে। আগামী ৩ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছেন বিচারপতি অরিন্দম লোধ।

এ বিষয়ে পিপি রতন দত্ত বলেন, রাজ্যে সর্ববৃহৎ আর্থিক ঘোটালায় প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিং এখন জেল হেপাজতে রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করতে পেড়েছে তদন্তকারী অফিসাররা। আগামী ৭ মার্চ পুনরায় তাকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনবহুল এলাকায় মদের দোকান প্রতিবাদে পথ অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। সম্প্রতি বিলেতি মদের নতুন লাইসেন্স পাবার জন্য ফটিকরায় বিধানসভার চেবরী চৌমুহনির বিষ্ণু মালাকার টেন্ডার জমা দেন বলে খবর। লাইসেন্স হাতে এলেই চেবড়ী চৌমুহনিতে খোলা হবে নতুন বিলেতী মদের দোকান। এই এলাকাটি একটি জনবহুল এলাকা, যেখানে নতুন মদের দোকান খোলার পরিকল্পনা করেছেন বিষ্ণু বাবু এর আশেপাশেই রয়েছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল।

ফটিকরায়

এলাকায় নতুন করে মদের দোকান খোলা হলে এলাকার যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে যাবে, বিষিয়ে উঠবে পরিবেশ। এই কথা ভেবে এবারে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ সঙ্গবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামলেন।

প্রশাসন যাতে ঐ এলাকায় মদের দোকানের অনুমতি না দেয় এই দাবিতে স্থানীয়রা কুমারঘাট-কাঞ্চনবাড়ি রাস্তার চেবরীতে পথ অবরোধে বসেন। তাদের দাবি এই জায়গায় যাতে কোনওভাবেই মদের দোকান বসানোর অনুমতি না দেয় প্রশাসন। বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একদিকে রাজ্যকে নেশামুক্ত করে তোলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্টারপাড়ায় বসতঘর পুড়ে ছাই, ক্ষতি প্রচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। চোখের নিমেষে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গৃহস্থের বসতঘর। সময় মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হওয়ায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মাস্টারপাড়া এলাকা। অভিযোগ, পাশের বাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন লেগেছে। দমকল বাহিনী আগুনের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলার মাস্টারপাড়ায় বেলা তিনটে নাগাদ জনৈক মৃণালকান্তি সেনের বসতঘরে আগুন লাগে। আগুনে বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ির মালিক মৃণালকান্তি সেন অভিযোগ করেন, প্রতিবেশী সুজিত মজুমদারের বাড়িতে পূজা উপলক্ষ্যে রান্নার আয়োজন করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে তার বসতঘরে আগুন লেগেছে। মৃণালবাবুর স্ত্রী দাবি করেন, সিলিন্ডার ফাটার শব্দে পুরো ঘর কেঁপে উঠেছিল। তার ভাতিজা বিষ্ণু সেনও দাবি করেছে, পূজার জন্য রান্নার আয়োজনের সময় সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগেছে।

তাঁদের অভিযোগ খণ্ডন করে সুজিত মজুমদার বলেন, বাড়িতে পূজা উপলক্ষ্যে রান্নার আয়োজন করা হচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু, আমার বাড়ির সিলিন্ডার ফেটে মৃণালবাবুর বসতঘরে আগুন লাগেনি। তাঁর ঘরে আগুন লাগার অন্য কারণ থাকতে পারে। একই দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক অনটনের কারণে কক্সবাজার থেকে ব্যান্ডউইথ নেয়া বাতিল করল বিএসএনএল

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হিঃসঃ)।। আর্থিক দৈন্যদশার কারণে বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সংগৃহীত ১০ জিবি ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ নিচ্ছে না বিএসএনএল। তার বদলে কলকাতা থেকে ১০ জিবি করে তিনটি মিডিয়ার ব্যান্ডউইডথ নেবে বিএসএনএল-এর ত্রিপুরা এসএসএ। এর ফলে ফের ত্রিপুরা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরাকে আইটি হাব হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। কারণ, ত্রিপুরায় আইটি হাব স্থাপিত হলে প্রচুর কর্মসংস্থানের দ্বার খুলে যাবে। তাছাড়া, ত্রিপুরার আর্থিনীতিতেও বিরাট প্রভাব পড়বে। কিন্তু, সেই দিশায় সাফল্য নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে তিনটি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে রয়েছে। চেন্নাই ও মুম্বাই ছাড়া রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ওই গেটওয়ে স্থাপনে নতুনভাবে সম্ভাবনার পথ খুলবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু, বছর চারেকের মধ্যেই সেই স্বপ্ন যেন হোঁচট খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বিএসএনএল বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ নেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই, বাংলাদেশের সাথে চুক্তি পুনঃনবীকরণ করেনি বিএসএনএল। ফলে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইডথ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট টেলিকম সংস্থা।

এ-বিষয়ে বিএসএনএল ত্রিপুরা এসএসএ-র জেনারেল ম্যানেজার দিলীপ শ্রীরাম বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইডথ নেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াবাসহ সোয়া কোটি টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ফের ত্রিপুরায় বিএসএফ বিরাট সাফল্য পেয়েছে। গতকাল মধ্যরাতে অভিযানে নেমে বিএসএফ ২২,৬০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৩ কেজি গাঁজা এবং ৪৯৮ শিশি ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলোর বাজার মূল্য ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৫৭ টাকা। একই রাতে পৃথক স্থানে ১৩ কেজি গাঁজা-সহ অন্যান্য বেআইনি নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ। বাজার মূল্য ৭ লক্ষ ১২ হাজার ১৫০ টাকা। এছাড়া, পাচারের সময় বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। যার বাজার মূল্য ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৩৩ টাকা। এক রাতে পৃথক স্থানে অভিযানে নেমে বিএসএফ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৪০ টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। যা এ

যাবৎকালের মধ্যে অন্যতম বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার ভার্মা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা খবরের ভিত্তিতে গতকাল মধ্যরাতে সিপাহিজলা জেলার যাত্রাপুর থানাধীন সালপুকার বিওপি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে কিছু পাচারকারী ওপারে প্যাকেট ছুঁড়ছিল, তা লক্ষ্য করেন বিএসএফ জওয়ানরা। তখন বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের ধাওয়া করেন। কিন্তু তাদের পালিয়ে যেতে দেখে বিএসএফ জওয়ানরা নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলিও ছুঁড়েন। কিন্তু, রাতের অন্ধকারের সুযোগে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অরুণ ভার্মা বলেন, বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২২,৬০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৩৪ হাজার ৭১০ টাকা মূল্যের ২২৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছেন। ওই নেশা সামগ্রী বিএসএফ জওয়ানরা যাত্রাপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এদিকে, একই রাতে সীমান্ত এলাকায় নিষিদ্ধ অন্য নেশাসামগ্রীও উদ্ধার করেছে বিএসএফ। প্রায় ৭ লক্ষ ১২ হাজার ১৫০ টাকা মূল্যের ১৩ কেজি গাঁজা এবং বিভিন্ন অবৈধ নেশা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্পিরিচুয়াল টুরিজম সহ গুচ্ছ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, স্পিরিচুয়াল টুরিজমের উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী টেম্পল ট্রাস্টকে ১৪.২২ একর জমি দেওয়া হয়েছে। উদয়পুর মহকুমার ফুলকুমারী মৌজায় অবস্থিত এই জমি। সরকারি হিসাবে এই খাস জমির মূল্য ৪৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪০০ টাকা। এর জন্য রাজ্য সরকারকে কোন মূল্য দিতে হবে না। স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমকে উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার এই মূল্য ছাড় দিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৪০ ◻ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ◻ ১৫ ফাল্গুন ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মাফিয়া দৌরাত্মে বাড়িতেছে

দুষ্কৃতীকারীদের বুকের পাটা আছে। এই গেরুয়া রাজত্বেও তাহারা যেভাবে বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়াছে তাহাতে তো জনমনে চরম নিরাপত্তাহীনতাই দেখা দিতেছে। ছিনাইহানিতে এক বাড়িতে দুষ্কৃতীকারীরা গুলি চালায়। ঠিকেদারি কাজ নিয়া ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে এয়ারপোর্ট থানাধীন ছিনাইহানি এলাকার জনৈকা রুমা দাস বৈদ্যের ঘরে রাত ১টা নাগাদ দুষ্কৃতীকারীরা এক রাউন্ড গুলি ছুড়িয়াছে। তাঁহার বক্তব্য মাস ছয়েক আগে তাঁহার স্বামী সন্তোষ দাসকে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মারধোর করিয়াছিল এলাকার কিছু ঠিকাদার মাফিয়া। ওইদিন মারধোরে তাঁহার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোথাও আত্মগোপন করেন। আজ পর্য্যন্ত তাহার খোঁজ নাই। কোথায় আছেন, কেমন আছেন সবই অজানা। ছয়জনের বিরুদ্ধে থানার এফআইআর করা হইলেও পুলিশ তাঁহার স্বামীকে খুঁজিয়াও বাহির করে নাই এমন কি অভিযুক্ত ছয়জনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় নাই।

উপরোক্ত ঘটনার কিদংশও যদি সত্যি হয় তাহা হইলে পরিস্থিতি কত ভয়ানক তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। পুলিশের ভূমিকা নিয়াও জোর প্রশ্ন উঠিয়াছে। পুলিশ কার? নির্যাতীতের পক্ষে পুলিশ কাজ করে না, তাহা নতুন কথা নহে। দুষ্কৃতীকারী মাফিয়ারা যে পুলিশকে কিনিয়া রাখে তাহার প্রমাণ তো আছে ভুরি ভুরি। পুলিশ ভাল করিয়া জানে কাহারা গুলি কান্ডে জড়িত। ঠিকেদারি কাজে নিগোসিয়েশন বাণিজ্য তো এখন জোর কদমে চলিতেছে। বামফ্রন্ট আমলেও এই নিগোসিয়েশন বাণিজ্য আটকাইতে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই রাম রাজত্বে পরিস্থিতি তো দিনে দিনেই নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। পুলিশ মাফিয়া একযোগ হইয়া রাজ্যে এক অরাজক অবস্থা কায়েমের চেষ্টা চালাইতেছে। এক্ষেত্রে গেরুয়া শিবিরের কিছু উঠতি নেতার গোপন ইন্ধন যে আছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ছিনাইহানিতে এক ঠিকেদার ছয়মাস যাবত যদি নিখোঁজই থাকেন তাহা হইলে পুলিশ কি হাত, পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? যে ছয়জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হইয়াছে সেই মামলা তুলিয়া নিতেই গুলি চালাইয়া ভয়ভীতি দেখানো হইতেছে? গুলিকান্ডে কাহারা জড়িত তাহা অবশ্যই পুলিশের জানিবার কথা। কিন্তু পুলিশ তো সেখানে দুষ্কৃতীকারীদের হইয়া কাজ করিতেছে। এই যদি পুলিশের হাল হয় তাহা হইলে রাজ্যে আইনের শাসন তো ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এইসব পুলিশ অফিসার কর্মীদের চিহ্নিত করিয়া ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটিবে।

ত্রিপুরার সরকারী কাজে নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত না। এইসব মাফিয়ারা ঠিকেদারি ক্ষেত্রে থাবা বসায়। মোটা টাকা কমিশন খায়। সুতরাং ছিনাইহানির ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার কোনও সুযোগ নাই। একজন গৃহবধূ মারাত্মক অভিযোগ আনিয়াছেন। তাহার স্বামীকে বাড়িতে আসিয়া মারধোর করিয়াছে। প্রাণে বাঁচিতে বাড়ি ছাড়িয়াছে না অপহৃত হইয়াছে কে বলিতে পারে? পুলিশ এক্ষেত্রে দায় অস্বীকার করিতে পারে না। যদি পুলিশ নিখোঁজ ব্যক্তি ঠিকেদারের সন্ধান আনিতে না পারেন তাহা হইলে কর্তব্য গাফিলতির দায়ে পুলিশ অভিযুক্ত হইবে না কেন?। ঠিকেদারের পত্নী ভয়ডর উপক্ষো করিয়া বাড়ি আগলাইয়া পড়িয়া আছেন। সেই বাড়িতে যাহারা গুলি চালাইয়াছে তাহাদের কোনও ভাবেই রেহাই দেওয়া উচিত নহে। এই মুহূর্তে অস্ত্র আইনে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া গারদে পুরিতে হইবে। পুলিশ সেখানে যে দুর্বল তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। এইসব ঘটনা করিয়া দুষ্কৃতীরা যদি রেহাই পাইয়া যায় তাহা হইলে তো দেশ রাজ্য বন্দুকবাজদের হাতেই চলিয়া যাইবে। ছিনাইহানির এই গৃহবধূর পাশে পুলিশকে দাঁড়াইতে হইবে। পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া গুলি কান্ডে যুক্তদের পাকড়াও করিতে না পারিলে পুলিশের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হইবে। রাজ্যে আইনের শাসন নিশ্চিত করিতে হইলে পুলিশকে আগে শায়েস্তা করিতে হইবে। প্রতিটি থানাকে দুষ্কৃতীমুক্ত করিতে হইবে। থানাগুলিই কার্য্যত খুনী ভ্রষ্টাচারীদের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ মাফিয়া দুষ্কৃতিরাই থানাবাবুদের পেট ভরায়। রাজ্যে সাধারণ মানুষ সাতে পাঁচে থাকিতে চায় না। দিনে দিনে দুষ্কৃতীকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে খুব কঠিন মনোভাব পোষণ করিতেছেন এমন দেখা যাইতেছে না।এই অবস্থা চলিতে থাকিলে রাজ্যে সাধারণ আইনশৃঙ্খলাও লাঠে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঁকুড়ায় স্বামীর জীবন বাঁচাতে করুন আর্তি স্ত্রীর

বাঁকুড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য আকুল আর্তি নিয়ে সাহায্যের আশায় বসে আছেন স্ত্রী।মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অস্থায়ী কর্মী - গঙ্গাজলঘাটির ৪৫ বছরের যুবক গৌতম গরাই। টাকার অভাবে একটি পা হারানোর মুখে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার আশা নিয়ে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর কোভাই মেডিকেল সেন্টার এন্ড হসপিটালে ২ জন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডা: সুভাষ এম কালে ও ডা: এসজি থিরুমালাইস্বামীর অধীনে চিকিৎসাধীন।

হাসপাতলে ভর্তি রাখার মতো অর্থ না থাকায় প্রায় ফুটপাতে বসে থেকে চিকিৎসা পাবার আসায় তাকে নিয়ে স্ত্রী প্রতিমা গরাই অপেক্ষা করে আছেন।গৌতমের এই অবস্থায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তার বন্ধু সুখময় মাজি, উত্তম নায়েকরা অর্থ জোগাড়ের আশায় এর ওর কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছেন। ডিভিসির এমটিপিএসের ঠিকা কর্মী গৌতম গত বছরের ৪ জুলাই ৩ বন্ধুর সঙ্গে বেলিয়াতোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে। এক বন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান। গৌতম গুরুতর জখম হন। ঠিকা কর্মী থাকার দরুণ ইএসআই হাসপাতাল পরিষেবার সুযোগ পান। তারই সুবাদে দুর্গাপুরের রাজবাঁধ গৌরীদেবী হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে ৩ মাস চিকিৎসার পর বাঁ পায়ে পচন ধরতে শুরু করে।এখান থেকে কলকাতার শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেও চিকিৎসায় সাড়া না মেলায় চিকিৎসকরা তার বাঁ পা থাই থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন। এখান থেকে আর কোনো উচ্চ হাসপাতালে ইএসআই মারফত রেফারের অনুমতি না মেলায় গৌতমের স্ত্রী প্রতিমা গরাই মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে আসেন স্বামীকে।তাকে নিয়ে যান ভেলোর সিএমসি হাসপাতালে। ভেলোরের চিকিৎসকেরা কয়েকটি অপারেশন করলে পা দিতে হবে না বলে জানান। তারপর পরপর ২ টি অপারেশন হয়। খরচ হয় সাড়ে ৭ লাখ টাকা। সমস্ত গয়নাগাটি, সামান্য জমি বিক্রি করে ওই টাকা জোগাড় হয়। তারপরও পচন বন্ধ না হওয়ায় পা কেটে বাদ দেওয়ার কথা বলেন চিকিৎসকরা। এর জন্য আরও ৫ লাখ টাকা খরচ হবে বলে জানানো হয়। এরপর সুখময় মাজি, উত্তম নায়েকরা সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের শরণাপন্ন হন। তিনি কিছু আর্থিক সাহায্য ও প্লেনে যাওয়া-আসার টিকিটের ব্যবস্থা করেন। চেষ্টা করেন দিল্লি এইমসে ভর্তি করানোর। কিন্তু দিল্লির নির্বাচনের কারণে তা সম্ভব করতে পারেননি সৌমিত্র খাঁ।

সুখময় মাজি বলেন, এরপর কোয়েম্বাটুরের ওই হাসপাতালে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান ১০ ু সুযোগ থাকলে তারা পা বাঁচিয়ে দেবে। খরচ হবে সাড়ে ১২ লাখ টাকা। ততক্ষণে আরো ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা ভেলোরে চিকিৎসা বাবদ বাকি পড়ে গেছে। প্রতিমা দেবীর কান্নাকাটিতে ভেলোর কর্তৃপক্ষ ওই টাকা মুকুব করে দেন। গৌতমের আরেক বন্ধু উত্তম নায়েক বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেদন করে ৬০ হাজার টাকা জোগাড় করে কোয়েম্বাটুরে নিয়ে যাই। ৬০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ভর্তি করানো হয়। ওখানে চিকিৎসকরা আশা দিয়েছেন পা বাদ দিতে হবে না বলে। কিন্তু টাকার যোগাড় করতে না পারায় গৌতমকে হাসপাতালে না রেখে একটি ভাড়া ঘরে রাখা হয়েছে সেখানে প্রতিদিন একজন নার্স ইনজেকশন ও ড্রেসিং করে যান। কিন্তু সেই টাকা বা কোথায় পাব আক্ষেপের সুরে বলেন উত্তম নায়েক।অবিলম্বে অপারেশন করিয়ে চিকিৎসা শুরু করাতে না পারলে গৌতমকেও হয়তো হারিয়ে ফেলবো। চিকিৎসা ছাড়াও গত ৮ - ৯ মাসে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে থাকা-খাওয়ার পিছনে। বড়জোড়ার বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তীর মারফত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আবেদন করেছি।

বাঙালী এক সময় বহু ভাষায় পারদর্শী ছিল

বিশ্বজিৎ রায়

বঙ্গভাষী যে ক্রমে নানা কারণে ভাষা-হারা হচ্ছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। অবনীন্দ্রনাথের সেই ভবিষ্যৎ-বাণী যে এমন অক্ষরে ক্ষরে ফলে যাবে তা ভাবতেও পারিনি। অবন ঠাকুর 'ভূতপত্রীর দেশ'- এ লিখেছিলেন, 'সত্যযুগের মানুষ যজ্ঞডুমুর গাছের সমান লম্বা ছিল, ত্রেতাযুগে লঙ্কা গাছ, দ্বাপরে ভাণ্ডীর, আর কলিতে লজ্জাবতী। এরপর মানুষ ক্রমে এত ছোটো হয়ে যাবে যে শেষে আঁকশি দিয়ে তবে তাদের বিলিত বেগুনের গাছ থেকে বেগুন পাড়তে হবে।'

ভাষা-বিষয়ে বাঙালীর এখন সেই দশা, বিলিতি-বেগুনের গাছ থেকে আঁকশি দিয়ে বেগুন পাড়তে হচ্ছে। সে না জানে বাংলা, না জানে ইমরেজি। এই দুই ভাষার বাইরে অন্য ভাষার কথা না-ই বা বললাম। মুখে হিন্দি-ইংরেজি-বাংলার ফটরফটর কানে আসে বটে, সেই ফটরফটর একরকম যান্ত্রিক স্মার্টনেসের ঝলকানিতে মুগ্ধও করে, কিন্তু তাকে ভাষাময়তা বলতে পারি না। সে ভাষায় চিন্তা কম, গবীরতা উধাও, তা কখনও কখনও সোডা দেওয়া তেলেভাজার মতো মুচমুচে, কিন্তু বদহজম তার অনির্বার্য পরিণতি।

সত্যযুগের বাঙালী এখন বেগুন গাছে আঁকশি দেওয়া বাঙালীতে পরিণত। এখনও যারা অন্যরকম তারা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।

যখন বঙ্গবাশী ভাষাময় ছিল, তখনকার সেই ভাষাময়তার গল্প প্রাগাধুনিক কবি কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রকে দিয়েই বরং তাই শুরু করি।

এই বাঙালী কবি মনের টানে শিখেছিলেন সংস্কৃত আর গুরজনদের চাপে পড়েছিলেন আরবি-ফারসি। সে আমলে আরবি-ফারসি ভাল জানলে চাকরির বাজার খোলতাই হত। ভারচন্দ্রর সেই ভাষাশিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর কাব্যে এই তিনভাষা যে কত মণি-মুক্ত ছড়িয়ে রেখেছে। ভারতচন্দ্রর কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'-এ দেবী অন্নপূর্ণাকে শিভ কিছুতেই বাপের বাড়ি যেতে দেবেন না। দেবী খুব রেগেছেন। রেগে গিয়ে শিবকে নানা ভয়ংকরী মূর্তি দেখাচ্ছেন। শিব তো এই নানারূপ রমণীর ভয়ংকরী নৃত্যু দেখে একেবারে চুপসে গেলেন। ভারতচন্দ্র দেবীর এই বিভীষণ -নত্যু বাংলা ছন্দে লিখতে নারাজ। পয়ার-ত্রিপদীর একঘেয়ে চাল থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করলেন সংস্কৃত ছন্দ। সেই ছন্দের মুর্ছনায় শ্রোতার কান-মন ভরে যেত।

আবার এই কাব্যেরই 'মানসিংহ' পালায় দিল্লির দরবারের বিরবণ, সেখানে সংস্কৃতের চেয়ে আরবি-ফরাসি মিশেল শব্দ কার্যকর। ভারতচন্দ্র তাই আরবি-ফরাসি শব্দের মিশেলে এঁকে এফলেন দিল্লি দরবারের ছবি। বাংলা ভাষার জমিতে পা রেখে অন্য ভাষার চালচলন প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার এহেন প্রজ্ঞা একালে তেমন চোখেই পড়ে না।

ভারতচন্দ্র চেয়েও বহুভাষায় দড় ছিলেন বাংলা গদ্যের যোগ্য রচয়িতা 'রাজা' রামমোহন রায়। আরবি-ফরাসি-সংস্কৃত তো জানতেনই, বেশি বয়সে রপ্ত করলেন ইংরেজি। ডিগবি সাহেবের দেওয়ান রামনোহন ইংরেজি ভাষা এমনই রপ্ত করলেন যে তাঁকে দিল্লির পেনশনপ্রাপ্ত পড়তি মুঘল অধিপতি দ্বিতীয় আকবর শাহ বিলেতে দরবার করতে পাঠালেন। রামমোহনের ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি তাঁর অগাধ ভরসা। পারলে রামমোহনই পারবেন বাদশাহর হয়ে বিলেতে কথা বলতে।এ যার-তার কম্ম নয়। আরবি-ফারসি-সংস্কৃত ত্রিভাষার জ্ঞান রামমোহনকে একেশ্বরবাদী হতে সাহায্য করেছিল। সংস্কৃতি তিনি পড়েছিলেন মূল উপনিষদ। সেখানে পৌত্তলিক-পৌরাণিক হিন্দুধর্মর ছায়া-কায়া নেই, থাকার কথাও নয়। উপনিষদের জ্ঞান যাতে বাঙালীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য বাংলা গদ্যে রামমোহন উপনিষদের অনুবাদ করলেন। আর ইসলামের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন আরবি-ফরাসি ভাষার মাধ্যমে।

রামমোহনের সূত্রে পূর্ববর্তী আরেকজনের কথা মনে পড়ে। তিনি অবশ্য বাঙালী নন। তবে রামমোহনের মতোই একাধিক ভাষার প্রতি আগ্রহ তাঁকে ধর্ম-সমন্বয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। শাহজাদা দারাশিকো উপনিষদ এবং ইসলামের ভাবনাগত সাদৃশ্য টের পেয়েছিলেন।

রামমোহন তাঁর জীবনের কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন আঠারো শতকে, কিছুটা সময় উনিশ শতকে আরবি-ফারসি ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন ক্রমে কমে গেল। ক্ষমতা সাহেবগের হাতে এসেছে। সাহেবরা প্রথমে আরবি-ফারসি সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব গ্রহণ না করলেও ক্রমে তাদের বিভাজন নীতির ঠেলায় উনিশ শতকে আরবি-ফারসি মুসলমানদের ভাষা আর সংস্কৃত হিন্দুদের ভাষা হিসেবে বিবেচিত হল। অদালতের বাষা হিসেবে ফারসির মহিমা ক্রমে খর্ব হয়েছিল। ভাষার হিন্দু-মুসলমান বিভাজন এই ভূভাগের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর, সন্দেহ নেই। রামমোহন হিন্দু-মুসলমানের মিলনেই

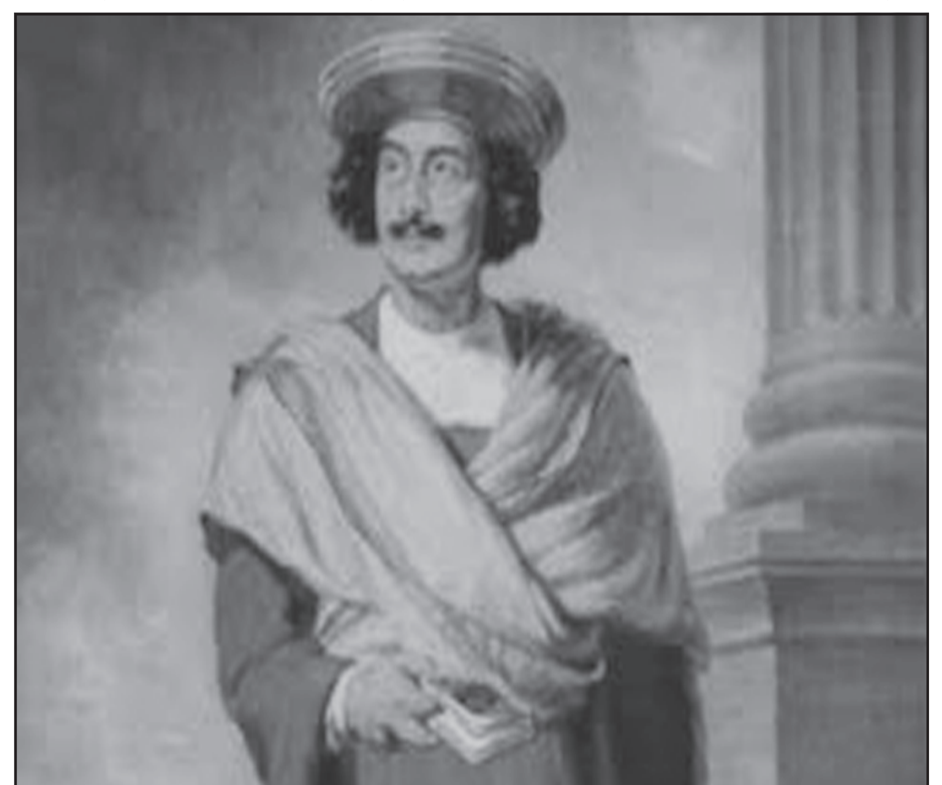

আধুনিক বাঙালী। তাঁর সেই উদারতা অর্জন বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষার ফলেই সম্বভ হয়েছিল। পরে ভদ্রলোক হিন্দুরা আর আরবি-ফরাসি শিক্ষায় তেমন মন দিলেন না। বিশ শতকে এই ভাষা সংকীর্ণতা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান বাঙালী সংস্কৃত পড়তে চাইলে পণ্ডিতেরা খড়্গহস্ত হতেন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার পরিবেশও নানা সময়ে ছায়াময় হয়ে উঠত।

কবি মাইকেল মধুসূদন রামমোহন-পরবর্তী আধুনিকতার উত্তরাধিকারী। বাংলা সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি, গ্রিক ও লাতিন তাঁর অধিগত। কিন্তু আরবি-ফারসিতে মতি নেই। পাশ্চাত্য ভাষা-সাহিত্যের সূত্রে যে ধ্রুপদী মানবমুখী শিক্ষা পেয়েছিলেন মধুসূদন, সেই শিক্ষার দৌলতেই তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-তে রামের বিপরীতে ইন্দ্রজিৎকে মহৎ করে আঁকতে পেরেছিলেন। রাম -রাম করে পোঁ ধরার পাত্র মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের রমণীরা সবাই দীপ্তিময়ী তেজস্বিনী।

মধুসূদন পাশে পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগর একদিকে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের সংস্কার ঘটাচ্ছেন, অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজের পড়ুয়াদের ইংরেজি শিক্ষার সু-ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরী মত, সংস্কৃত পড়তে হবে, কিন্তু ইংরেজিও জানা চাই। আর লেখা চাই ভাল বাংলা। মধুসূদনও তো তাই-ই চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখে যে সাহিত্যে অমর হওয়া যাবে না এই সত্য অনুধান করেছিলেন মধুকবি। বহু ভাষা জানা চাই, কিন্তু সেই বহু ভাষার জ্ঞান যেন স্ব-ভাষাহারা না করে। 'আশার ছলনে ভুলে' নিজের ভাষা-ত্যাগের প্রাথমিক ভুলতিনি সংশোধন করে নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর হিন্দি, ইংরেজি আর সংস্কৃত থেকে ক্রমাগত বাংলায় সাহিত্য অনুবাদ করতেন। নানা ভাষার জানলা খুলে রেখে নিজের ভাষার জমিতে ফসল ফলানোই উনিশ শতকের আধুনিকতার রীতি। আরবি-ফারসির থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মন উঠে গেলেও বাঙালী বহুভাষার বোধ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেনি।

মধুসূদনের কবিতার ভক্ত-পাঠক ছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ ইংরেজি শিখেছিলেন মায়ের কাছে। তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান দেখার মতো। আমেরিকা ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দর ইংরেজি লোকজন হ্যাঁ করে শুনত। জীবনের শেষ চার বছর 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য সমানে বাংলায় কলম চালিয়েছেন তিনি। সে বাংলা কখনও সংস্কৃতপ্রধান সাধু, কখনও আবার চলিত। সে চলতি যেন উত্তর কলকাতার রকের ভাষা। সংস্কৃতে স্তোত্র রচনা করতেও বিবেকানন্দ ওস্তাদ। ফরাসি ভাষাও পরে রপ্ত করেছিলেন। সে ভাষায় বেশ কথা চালাতে পারতেন। আরবি-ফারসি জানতেন না বলে বিবেকানন্দর আক্ষেপ ছিল। তবে হিন্দি উর্দুতে বক্তৃতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও উনিশ শতকের বহুভাষী বাঙালীর চেহারা-চরিত্র দেখেশুনে বড় হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের আধখানা উনিশ শতকে, বাকি আধখানা বিশ শতকে অতিবাহিত। তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে আরেকটি সংকট অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই বহুভাষী ভদ্রলোক বাঙালী সমাজের উপতলার লোক। এরাবইরে রয়েছে আপামর মানুষ। তাদের মধ্যে যদি শিক্ষা দীক্ষার সঞ্চার করতে হয়ে তাহলে মাতৃভাষাকেই কাজে লাগাতে হবে। বহুভাষা রপ্ত করা প্রথমেই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যেভাবে সওয়াল করেছিলেন, সেভাবে সওয়াল উনিশ শতকের চিন্তকরা প্রায় কেউ-ই করেননি। রবীন্দ্রনাথের এই সওয়াল রাজনৈতিক দিক দিয়েও তাৎপর্যবাহী। তিনি চাইতেন কংগ্রেসি নেতারা প্রাদেশিক সম্মিলনে মাতৃভাষায় ভাষণ দেবেন। ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করলে দেশের সাধারণের সঙ্গে বিযুক্তি তৈরি হবে। মাতৃভাষায় সংযোগ-সাধন যেমন রাজনৈতিক প্রকল্প, তেমনই এটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রকল্প ও বটে। শিক্ষার বিকিরণের জন্য মাতৃভাষার উপর ভর তরা চাই।

'লাকশিক্ষা গ্রন্থমালী' আর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা'-র আয়োজন করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য, মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের নানা বিষয়ের চর্চা। এর অর্থ এই নয় যে, কেবল বাংলা ভাষাই তাঁর ভরসা, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা ভাষাশিক্ষার আয়োজন ছিল। সেখানে যেমন নানা প্রদেশের ভারতীয় ভাষা গুরুত্ব পেত, তেমনই এশিয়ার দুই বৃহৎ সভ্যতা চিন ও জাপানের ভাষা ও সংস্কৃতি জায়গা পেয়েছিল। পাশচাত্যের ভাষার সঙ্গেও তাঁর প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের আড়ি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেন উনিশ শতকের মুষ্টিমেয় মানুষের নানা ভাষা জানার পরিসরকে সম্প্রসারিত করলেন। আবারমাতৃভাষার পক্ষে সওয়াল করে সাধারণ মানুষদের যতটা সম্ভব শিক্ষার অঙ্গনে টেনে নিয়েও এলেন।

এই যে বহুভাষী বাঙালীর বিচিত্র মানচিত্র তা সংকীর্ণ হয়ে গেল কেন? তার নানা কারণ। প্রথমত, স্বাধীনতার পর একসময় উনিশ-বিশ শতকের মানুষদের মতো নানা বাষায় পারঙ্গম না হলেও শিক্ষিত বাঙালী মোটের ওপর ইংরেজি বাংলা জানত। এই দ্বিভাষী বাঙালীর চরিত্র নষ্ট হল বাংলা মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হওয়ার ফলে। সেই অন্তর্জলি যাত্রার একটা কারণ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে অবিবেচকের মতো ইংরেজি ভাষার ভাব লাঘব করার চেষ্টা। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পনে আর ইংরেজি শেখার উপায় যখন রইল না, তখন মধ্যবিত্ত ও উচ্চ -মধ্যবিত্ত পরিবারের পড়ুয়ারা ইংরেজি মাধ্যমের দিকে রওনা দিল। এই যাত্রা গত শতকের আটের দশকের শেষ থেকেই শুরু হয়েছিল। নয়ের দশকে ক্রমে যখন গোলকায়নের পালে হাওয়া তীব্র হল, তখন ইংরেজি মাধ্যমের বিস্তার আরও ব্যাপকতর। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যসূচির ওপরেও ভরসা কমল। অন্য রোর্ডে বাংলা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা। বাংলা ভাষার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের বাঙালীর বিযুক্তি গভীরতর। বাংলা ভাষা তার অধিগত নয়, তবে ইংরেজি জানে এমন একটা শ্রেণি গড়ে উঠল। এ সমস্যা অবশ্য কেবল বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটল, তা নয়, সারা দেশেই নিজের প্রদেশের ভাষা না-জানা অথচ ইংরেজি জানা একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে। এই শ্রেণিটি সংখ্যাগুরু না হলেও চোখে পড়ার মতো। তাদেরই ব্যর্থ অনুসারী তল্লবর্তী কয়েকদল ছোখে পড়ে। এই তলবর্তী দলের ইংরেজি পরিপুষ্ট নয়, আবার নিজের মাতৃভাষাও দুর্বল। আর নিজ-ভাষা তেমন না-জানা, অচথ ভাল ইংরেজি জানা দলটির বিপরীত আরেকটি দলও এখন পরিলক্ষিত হয়। এরা স্বভাষা ভাল জানেন, তবে তেমন ইংরেজি নয়। তাহলে ? বহুভাষী, দ্বিভাষী থেকে এ দেশ কি ক্রমে একভাষী হয়ে উঠল? হয় একভাষী নয়, খিঁচুড়ি ভাষার ফটরফটর। এ যাতনা যে সয় না। একভাষী ভারতীয়দের মধ্যে যারা স্বভাষা জানে, তাঁরা 'ভারত'-এর বাসিন্দা। ইংরেজি-জানারা 'ইন্ডিয়া'-র লোক। ইন্ডিয়া আর ভারতের মধ্যে সংযোগহীন দনি টানাটানি চলছে। আশাবাদীরা ফুকরে উঠবে। তারা বলবে, ভাষা গিয়েছে, কিন্তু প্রযুক্তি এসেছে। এই প্রযুক্তি সহজেই একভাষাকে অন্যভাষায় অনুবাদ করে দেবে। ভাষা আর ব্যবধান তৈরি করবে না। অনুবাদযন্ত্র সর্বরোগহর। ভাষাশিক্ষার পুরনো বহর আর কাজেই লাগবে না। হয়তো তাই। তবে মন মানতে চায় না। বহুভাষার উদারতা আর একভাষা থেকে অন্যভাষায় চলাচলের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া তো এক নয়। তাই আশাবাদীদের বলতে ইচ্ছে করে, বাঙালীর পুরনো অভ্যেস ঝালিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং, আবার নেমে পড়া যাক কাজে। বিনে নানা ভাষা মিটিবে না আশা। নানা ভাষা জালনে তবেই ভারতে-ইন্ডিয়ায় মিলমিশ হবে। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

তিনটে ভাষার দুনিয়ায় নিত্য চলাফেরা

অতনু বিশ্বাস

ইশকুলের নিচু ক্লাসে মাস্টারমশাই উৎসাহ নিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড় হয়ে কোন ও বিদেশি ভাষা শিখতে চাও কি না। তদ্দিনে আমরা জেনে ফেলেছি, বিশ্বময়ে গিজগিজ করছে একগাদা ভাষা। যে যার ভাষায় কিচিরমিচির করে চলেছে। সবার পক্ষে সবার ভাষা জানা সম্ভব নয় একেবারেই। যাই হোক, আমার বন্ধুদের উত্তর যখন ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল, আমি বলে ফেললাম, লিলিপুটদের ভাষা বলা বাহুল্য, জোনাথন সুইফ্টেরগালিভারের ক্লাসিক ভ্রমণকাহিনি সদ্য, পড়েছিল সে সময়। আশ্চর্যজনক কিছু দেখলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, 'হেকিনা ডেগুল'। গালিভারের সেই অ্যাডভেঞ্চারের গল্প অবশ্য তারও প্রায় আড়াইশো বছর আগে লেখা। গালিভার ঘুরেছিল পৃথিবীর নানা প্রত্যন্ত কোনায়। নানা ভাষার তার দখল। লিলিপুটদের দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ, লাতিন, ফরাসি, স্পেনীয়, ইতালীয়, পূর্ব ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'---যা আদতে ইতালীয়, ফরাসি, গ্রিক, আরবি, ও স্পেনীয় ভাষার মিশ্রণ—এসব ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সে। তারপর লিলিপুটদের সম্রাটের আদেশে সে-দেশের সেরা ছয়জন পণ্ডিত পাঁচমাস ধরে গালিভারকে তাদের ভাষা শেখালে কথা বলা বা বোঝার মতো অবস্থায়, পৌঁছয় সে। আইজাক আসিমভের মতো কল্পবিজ্ঞানের লেখক লিলিপুটদের ভাষাকে 'ননসেন্স' বলেছেন বটে, বাস্তবে কিন্তু এই ভাষা অনেকটাই লাতিন, হিব্রু আর ইংরেজির মিশ্রণ। যাই হোক, গালিভারের নানা ভাষা শেখার ক্ষমতা ছিল নিশ্চিয়ই। আর এই বিষয়ে আমার প্রতিভা শূন্যের খুব কাছাকাছি। সেটা অবশ্য সেই ইশকুলের দিনগুলিতে বুঝতে পারিনি। পরে অর্ধেক পৃথিবীজুড়ে চারটে মহাদেশের ডজন তিনকে দেশে কয়েক ডজন ভাষার জগতে ঘুরে বেড়ালেও আয়ও করতে পারিনি কোনওটাই। বড়জোর দু'চারটে শব্দের মধ্যেই আমার ভাষা ভাষা ভাষাচারণ সীমাবদ্ধ থেকেছে।

অবশ্য এটাও তো ঠিক, স্বাভাবিকভাবেই তিনিটে ভাষার দুনিয়ায় আমাদের নিত্যদিনের চলাফেরা।

মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও ইংরেজিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বড় হয়েছি। আর বলিউড সিনেমা, টিভি, কর্মসূত্রে বা বেড়াতে ভারতময় ঘুরতেও হিন্দু দরকার। আর সেই হিন্দি ধীরে ধীরে শিখেও যাই আমর। কম বেশি। কেউ ফেলাদার মতো, কেউ বা জটায়ুর মতো। অবশ্য তিন তিনটে ভাষা জানে? দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তো একটার ওপরে দুটো ভাষা শিকতেই হিমশিম। জাপানিরা, চিনারা প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদের ভাষার সঙ্গে ইংরেজিটা শেখার। যাতে বাইরের পৃথিবীতে একটু স্বস্তি নিয়ে ঘুরতে পারে। বেজিং কিংবা টোকিওতে অলিম্পিকের সময় অভ্যাগতদের ইংরেজিতে স্বাগত জানানো এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের ট্রেনিং দেওয়া হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে। আচ্ছা, লোক অন্য ভাষা কেন শিকতে চায়? কেউ শেখে কাজের কথা ভেবে, কেউ বা শখে। অসাধারণ ফরাসি সাহিত্য মূল ফরাসিতে পড়ার জন্য সেই ভাষাটা শিখতে চায়, এমন লোক অনেক। কুরোশাওয়া-র চলচ্চিত্র মূল জাপানিতে দেখার জন্য জাপানি শিখতে চেয়েছে এমন মানুষ আমি দেখেছি। আমার মতো লোক, যারা অন্য ভাষা শিখে উঠতে পারে না কিছুতেই—না আছে প্রতিভা, না আছে চেষ্টা—তাদের পক্ষে বোধহয় প্রফেসর শঙ্কুর লিঙ্গুয়াগ্রাফের মতো একটা যন্ত্র বড্ডা কাজের হত। এমন একটি যন্ত্র যা পৃথিবীর যে কোনও ভাষা থেকে অনুবাদ করতে পারে অন্য কোনও ভাষায়। জন্তু-জানোয়ারের ভাষাও এর আওতায়। বিড়াল, গাছপালা, পিঁপড়ে, এমনকী, বাইরাসের ভাষার ক্ষেত্রেও নাকি কাজ করে শঙ্কুর এই অবাক-যন্ত্র। তবে লিঙ্গুয়াগ্রাফ অনুবাদ করতে পারবে না ভিনগ্রহের প্রাণীদের ভাষা, 'ডিসক্লোমার' দিয়েই রেখেছেন সত্যজিৎ রায়। তাতে অবশ্য আমার কিছু এসে যাবে না। এ গ্রহের লোকের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারলে, কিছু অসাধারণ বই মূল ভাষায় পড়তে পারলে এবং সাবটাইটেল ছাড়াই কিছু শ্রেষ্ঠ মুভির রসাস্বাদন করতে পারলেই আমি খুশি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শঙ্কুর যন্ত্র তো কারখানায় তৈরিও করা যাবে না।

আচ্ছা, ভাষা মানে কি কেবল তার অন্তর্নিহিত ভাব? তার উচ্চারণ কি গুরুত্বপূর্ণ নয়? এই যেমন,মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ্সের পাঠোদ্ধার হয়েছে ঠিক ২০০ বছর আগে। প্রাচীন মিশরীয়দের চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদ করা গিয়েছে তার ফলশ্রুতিতে। আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভেবে এসেছি, একটা জিনিস জানা যাবে না কোনও দিন। সেটা হল উচ্চারণ। যেমন জন্তুটাকে আমরা বলি 'কুকুর', ইংরেজিতে বলে 'ডগ', কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়রা ঠিক কী বলত? যাই হোক, এ বছর আবার সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ১০০ বছর। এখনও পড়া গেল না তার লিপি। অবশ্য প্রফেসর শঙ্কু নাকি পড়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের মতো এ -ও অপ্রকাশিত।একসঙ্গে বহুবিধ ভাষায় উচ্ছ্বাস আর কলবর শোনার ম্যাজিকাল অভিজ্ঞতা হয়েছিল নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সামনে। বাঁধভাঙা জল আর ঝকমকে রামধনুর উৎসবে ভেঙেছিল দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের মাতৃভাষার বাঁধও। ভাষার দুনিয়ায় আমার অবগাহন অবশ্য সবসময় খুব স্বস্তিদায়ক হয়নি। ওই একখানা ইংরেজি ভাষা সম্বল করে ঘুরে বেড়িয়েছি এমন এক দুনিয়ায়, যেখানে বিরল দু'চারজন লোক ছাড়া বেশিরভাগ লোক নিজেদের ভাষা ছাড়া কিছুই বোঝে না। যেমন তাইওয়ানে, কোরিয়ায়, জাপানের। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, কিংবা ইতালির ছোট শহরে। এসব জায়গায় যারা কিছুটা ইংরেজি জানে তাদেরও বেশিরভাগ জানেন কিছু শব্দ আর ভুল গঠনশৈলী---ওই অনেকটা লালমোহনবাবুর হিন্দির মতো। যেমন ধরা যাক, তাইয়ান। তাইপে এবং দ্বীপটার অন্যান্য জায়গায় আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি গত দু'দশকে। আমার চিনা বিদ্যা 'নে হাও' ('হ্যালো') বা 'জাইজিয়ান' ('গুড বাই') পর্যন্ত। সেটুকু স্বল করে সে দুনিয়ায় চলাফেরা করা কিন্তু বড্ড মুশকিল। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

বৃহস্পতিবার টিইসিসি এর উদ্যোগে দেশব্যাপী দাবী দিবস নিয়ে আগরতলায় এক র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিনের আবেদন খারিজ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৭।। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দণ্ডিত বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। তবে সম্মতি দিলে দ্রুত তাকে (খালেদা জিয়া) চিকিৎসা দিতে হবে এবং মেডিক্যাল বোর্ড চাইলে নতুন চিকিৎসক অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন বলে আদেশে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও জয়নুল আবেদীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন খন্দকার মাহবুব হোসেন, এ জে মোহাম্মদ আলী ও ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন। রাষ্ট্রপে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও মোমতাজ উদ্দিন ফকির এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সারওয়ার হোসেন বাপ্পী।

দুদকের পে শুনানি করেন আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান। এছাড়াও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে আদালত কে দেখা গেছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি (রোববার) অ্যাডভান্স (উন্নত) ট্রিটমেন্টের জন্য বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং শুরু হলে কী অবস্থা তা জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্যকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

বুধবারের (২৬ ফেব্রুয়ারি) মধ্যে এ প্রতিবেদন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ে পাঠাতে বলা হয়। এ বিষয়ে আদেশের জন্য বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দিন রাখেন হাইকোর্ট। ওই আদেশ অনুসারে বুধবার বিএসএমএমইউ থেকে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবার। এরপর আদালত এ প্রতিবেদন পড়ে শোনান। প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিতে খালেদা জিয়া রাজি হননি। উভয়পরে শুনানি শেষে সকালে আদালত আদেশ দিতে চাইলে খালেদা জিয়ার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন রোববার পর্যন্ত সময় চান। কিন্তু আদালত তাতে রাজি না হলে তিনি (জয়নুল আবেদীন) এদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত সময় দেওয়ার আবেদন জানান। এরপর আদালত দুপুর ২টায় আদেশের জন্য সময় রাখেন। দুপুর দুইটার পরে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা দুটি সম্পূরক আবেদন দেন। এরপর উভয়প শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত আদেশ দেন।

আদেশে আদালত বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। খালেদা জিয়া তার চিকিৎসার জন্য সম্মতি দেননি। যেহেতু তিনি তার চিকিৎসার জন্য এখন পর্যন্ত সম্মতি দেননি, তাই উন্নত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। আদালত আরও বলেন, দেশের সর্বোচ্চ হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র বিএসএমএমইউ হাসপাতাল। উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের অন্য হাসপাতাল থেকে রোগীদের এখানে পাঠানো হয়। আর প্রতিবেদনের এমন কথা নেই যে এই বোর্ড খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা দিতে অম বা বিএসএমএমইউতে এ ধরনের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়।

তিনি একজন বন্দি এবং দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চিকিৎসা নিতে পারে একজন বন্দি তা পারবেন না। তার কারাবিধি ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। এই আবেদনে জামিনের নতুন কোনো কারণ না দেখে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে আদালতের আদেশে উল্লেখ করা হয়। তবে খালেদা জিয়া সম্মতি দিলে দ্রুত তার উন্নত চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং তার চিকিৎসায় গঠিত বোর্ড চাইলে উন্নত চিকিৎসার জন্য নতুন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে যুক্ত করতে পারবেন বলে আদেশে বলা হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) এই আবেদনটি হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় দায়ের করেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী সগীর হোসেন লিয়ন।

মুজিববর্ষে মুসলিম বিদ্বেষী মোদিকে বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায় না:হেফাজতে ইসলাম

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৭।। সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে মুসলমানদের হত্যা, নির্যাতন এবং মসজিদ ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী। বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায় না। মোদির প্রত্য ও পরো মদদে গুজরাট, কাশ্মীর, দিল্লিসহ অনেক রাজ্যে মুসলমানদের খুন করা হয়েছে। চরম নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে।

তাই যার হাতে এখনও মুসলিম গণহত্যার দাগ লেগে আছে, তার উপস্থিতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না। অবিলম্বে মোদির রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ বাতিল করা হোক।

আল্লামা আহমদ শফী বলেন, মোদি সরকার মতায় আসার পর থেকে মুসলমানদের ওপর যেভাবে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে, তা পরিষ্কার রাষ্ট্রীয়নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। শুধু ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সহিংসতায় ২০ জনের অধিক মুসলমান নিহত হয়েছেন। মুসলমানদের পবিত্র স্থান মসজিদে আগুন দেয়া হয়েছে। খুঁজে খুঁজে মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ এবং হামলা করা হয়েছে। শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে ঘরবাড়ি, দোকানপাটে অগ্নসিংযোগ করা হচ্ছে, টাকা-পয়সা লুট করা হচ্ছে। এরপরও মুসলমানরা ধৈর্যধারণ করছে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমানরা ধৈর্যশীল তবে ভীরু নয়। মুসলমানরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে মোদির মসনদ তছনছ হয়ে যাবে।

ভারতের শত শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঐতিহ্য ও অবদানে মুসলমানদের নাম মিশে আছে এমনটা দাবি করে তিনি বলেন, ভারতের ঐতিহাসিক বহু স্থাপত্য মুসলমানদের তৈরি। চাইলেই এসব মুছে দেয়া যায় না। ভারতীয় মুসলমানদের অবদানের কাছে আজ পুরোবিশ্ব ঋণী। বিজেপিসহ কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো ভারতকে মুসলিমশূন্য করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ধারাবাহিক যে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে, তা মোদি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পতন ডেকে আনবে।

কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি মতা গ্রহণ করার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছে- এমন অভিযোগ করে আল্লামা আহমদ শফী বলেন, ভারতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের দেশ দাবি করলেও তা শুধু কথায়, কাজে নয়। শুধু মুসলিম হওয়ার অপরাধে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে প্রতিদিন।

কাশ্মীরের মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, মা-বোনদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। মোদি সরকারের এ কথা জেনে রাখা উচিত, জুলুম-নির্যাতন করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। তিনি বলেন, ইসলাম সবসময় মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কথা বলে, অমুসলিম সম্প্রদায়কে নিরাপত্তাদানের কথা বলে। আমাদের দেশের মুসলমানরা বারবার তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এদেশে মানবপ্রাচীর তৈরি করে মন্দির পাহারা দেয়ার নজির আমরা দেখিয়েছি। আল্লামা শফী বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বসবাস করছে। অথচ ভারতে এর উল্টো চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে।

ভারতের উচিত হবে নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা। বাংলাদেশ সরকার ও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমির আরও বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের জানমাল ও পবিত্র স্থাপনা রায় এগিয়ে আসুন। নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধে কার্যকরী প্রদপে গ্রহণ করুন। সব দেশে সব ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করুন, জানমালের নিরাপত্তায় একতাবদ্ধ হওয়া আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। শুক্রবার জুমার নামাজের পর সব মসজিদে ভারতের মুসলমানসহ বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য বিশেষ দোয়ার জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান আহমদ শফী।

রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সহায়তার পঞ্চম চালান হস্তান্তর করল ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৭।। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সহায়তার ৫ম চালান বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশন। এই চালানে প্যাডেলযুক্ত এক হাজার সেলাই মেশিন, ৩২টি অফিস তাঁবু, ৩২টি উদ্ধার সরঞ্জাম এবং ৯৯টি ফ্যামিলি তাঁবু হস্তান্তর করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, ত্রাণ সহায়তার এই চালানটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গত বছরের ৫ অক্টোবর ভারত সফরের সময় দেয়া প্রতিশ্রুতির অংশ।

মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কক্সবাজারের অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মানবিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করতেই এই ত্রাণ সামগ্রীগুলো পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই ত্রাণসামগ্রী মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নারীদের দতা বিকাশে এবং রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করবে। পঞ্চম চালানটি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া একটি প্রক্রিয়ার অংশ, যখন ভারত সরকার মানবিক সহায়তার প্রথম চালান সরবরাহ করেছিল। ৯৮১ মেট্রিক টনের এই ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, চিনি, লবণ, রান্নার তেল, চা, নুডলস, বিস্কুট, মশারি ইত্যাদি। ২০১৮ সালের মে মাসে ৩৭৩ মেট্রিক টন ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করে ভারত। যার মধ্যে ছিল ১০৪ মেট্রিক টন গুড়ো দুধ, ১০২ মেট্রিক টন শুঁটকি, ৬১ মেট্রিক টন শিশুখাদ্য এবং বর্ষা মৌসুমে ব্যবহারের জন্য ৫০ হাজার রেইনকোট ও ৫০ হাজার জোড়া গামবুট। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তৃতীয় চালান সরবরাহ করা হয়, যেখানে ১১ লাখ লিটার সুপার কেরোসিন তেল এবং ২০ হাজার কেরোসিন স্টোভ হস্তান্তর করা হয় এবং ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে পাঠানো ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল দুই লাখ ২৫ হাজার কম্বল, দুই লাখ উলের সোয়েটার এবং ৫০০টি পরিবেশবান্ধব সৌর সড়কবাতি। মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের উদারতা ও মানবিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে যেকোনো বাধা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার কথা জানিয়েছে ভারত।

দেশে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা মজুত আছে : সীতারামন

গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন যে দেশে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা মজুত রয়েছে। দেশের অর্থনীতি পরিচালনার জন্য সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানী গুয়াহাটির খানপাড়ায় একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন।

তিনি বলেন, দেশের সাধারণ বাজেট সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে তা দূর করতে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করছেন। এর জন্য প্রতিনিধি দল গঠন করে রাজ্যগুলিতে সফর করা হচ্ছে। গুয়াহাটি এ ক্ষেত্রে তাঁর সপ্তম সফর। এর আগে, অর্থমন্ত্রী তাঁর প্রতিনিধি দল-সহ দিল্লি বাদে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাই এবং হায়দরাবাদে এ জাতীয় বৈঠকের আয়োজন করেছেন।

এদিনের গুয়াহাটি সফরে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিকগণ, শিল্পপতিদের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাজেটের ঘোষণাগুলিকে ব্যাখ্যা করেন তিনিউ

এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশ অনুসারে তিনি সারা দেশে এই ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করছেন। তিনি জানান, সম্প্রতি শেষ হওয়া জি-২০ সম্মেলনের সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সৌদি আরবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য সরকার কর্মসূচি প্রস্তুত করেছে। তিনি আরও বলেন, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এমএসএমই, রিয়েল এস্টেটের যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ চলছে।

এদিন জিডিপি হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা করে সীতারামন বলেন, দেশে ফসলের অপচয়, পেঁয়াজের উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে জিডিপির হ্রাস স্বাভাবিক ছিল, যা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। এ সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সরাসরি উত্তর দেন।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন, আয়োজক কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি ছাত্র সংসদের

গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টবিংশতিতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি জানাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংস্থা।এনিয়ে ছাত্র সংস্থা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে প্রদান করার জন্য পঞ্জিয়কের হাতে স্মারক পত্র প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে সোমবার গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় অষ্টবিংশতিতম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যায়।মোট ২৫৩৮ ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রাজুয়েট , পোস্ট গ্রাজুয়েট, এমফিল, পিএইচডি আর ডিপ্লোমা কোর্সের ডিগ্রী প্রদান করা হয়।তবে এ বছরই সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রতাপ জ্যোতি সন্দিকৈ। কিন্তু এই সমাবর্তনের আয়োজক কমিটির উপর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কথা ছিল যে শুয়ালকুচির স্থানীয় তাঁতিরা এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পোশাক তৈরী করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বহিঃ রাজ্য থেকে আমদানিকৃত পোশাক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করা হয় এবং সেই পোশাক যথেষ্ট নিম্নমানের ছিল।ওদিকে পোশাক বাবদ প্রতিজন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে।কিন্তু টাকা নিয়েও অতি নিম্নমানের পোশাক প্রদান করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে আয়োজক কমিটির বিরুদ্ধে।এর সাথে প্রমাণপত্রও নিম্নমানের হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সবমিলিয়ে ছাত্র ছাত্রীর কাছ থেকে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে যদিও এরপরেও পোশাক ,সার্টিফিকেট নিম্নমানের প্রদান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে অভিভাবকরাও।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংস্থা একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে অতিশিঘ্রই পোশাকের কেলেঙ্কারি তথ্যসমূহ সার্বজনীন ভাবে প্রকাশ করা ,সমাবর্তন সমারোহের সমস্ত হিসাব সার্বজনীন ভাবে প্রকাশ করা ও ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদা রক্ষা করে কাজ করার আহ্বান জানায় ছাত্র সংস্থা। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই দেখার বিষয়।

হিংসা দীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করল দিল্লি মহিলা কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর পূর্ব দিল্লির হিংসায় দীর্ণ অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করলেন দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল। উপদ্রুত এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পুলিশের উচ্চপদস্থ

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তগ্রামে স্বাস্থ্য শিবির বিএসএফ-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ০৭ ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ জেলা সদরের পার্শবর্তী তেসুয়া সীমান্ত চৌকির অধীনে আব্দুল কাইয়ুম মেমরিয়াল এমভি স্কুলে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের অধীনে স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার ৩৭০ জন পুরুষ মহিলা এবং বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কেবল পরীক্ষাই নয়, রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়েছে বিএসএফের পক্ষ থেকে।

বিএসএফের চিকিৎসক ডা. এল কে লিন্ডা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এদিকে শহরের কুশিয়ারা নদী তীরবর্তী স্টিমারঘাটে অবস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পের অধীনস্থ দেওপুর এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সজাগতার জন্য ১০০ জন নাগরিকের মধ্যে ডাস্টবিন, ঝাড়ু, ফিনাইল, কোদাল, হারপিক, সিট্রোনলা, ব্লিচিং পাউডার-সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। স্বচ্ছতাই সেবার মাধ্যমে যাতে সমাজ সেবামূলক কাজে জনগণ গুরুত্ব আরোপ করেন, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিএসএফ এ ধরনের কার্যসূচি করে থাকে। বিএসএফের এই উদ্যোগে এলাকার জনগণ খুশি হয়েছেন এবং তাদের এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

এদিনের চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর অধিনায়ক জে পি মাথানি, অধিনায়ক জরা সিং, তেসুয়ার কোম্পানি কমান্ডার মনোজ তিওয়ারি, স্টিমারঘাট ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সন্দীপ, বিএসএফ ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের অন্যান্য আধিকারিক ও জওয়ানগণ।

দায়িত্ব জ্ঞানহীন বিবৃতি জারি করা থেকে বিরত থাকা উচিত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির, দাবি বিদেশমন্ত্রককের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির হিংসা নিয়ে ইসলামিক দেশগুলির সংগঠন অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশনের যাবতীয় দাবিকে খারিজ করে দিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশনের যা দাবি করেছে তা তথ্যগত ভাবে যথাযথ নয়। এমন ধরণের এক তরফা বিবৃতিতে আরও বেশি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের কাছে রবীশ কুমার অনুরোধ করেন যে, এমন ধরণের স্পর্শকাতর বিষয়ে দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়। এমন ধরণের মন্তব্যের ফলে হিংসা আরও বেশি ছড়াচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে রবীশ কুমার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য কাজ করে চলেছে পুলিশ। শান্তি বজায় রাখার জন্য বিবৃতি দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। কি কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল তার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশনের হচ্ছে মুসলমান রাষ্ট্রগুলির একটি গোষ্ঠী। এতে সৌদি আরব, কাতার, সিরিয়া, তুর্কি, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ একাধিক মুসলমান রাষ্ট্র রয়েছে।

উন্নয়নমুখী রাজনীতির সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী, দাবি নাড্ডার

শিমলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশের মধ্যে উন্নয়নমুখী রাজনীতির যুগ শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে জানিয়েছেন বিজেপি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

দলের সর্বভারতীয় সভাপতির হওয়ার পরে এই প্রথমবার হিমাচলপ্রদেশের শিমলা এসেছেন জগত প্রকাশ নাড্ডা। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপির এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগত প্রকাশ বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই রিপোর্ট কার্ড প্রতি মাসেই সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জমা দিতে হয়। এর ফলে সফলভাবে দেশে আয়ুষ্মান ভারত এবং উজ্জ্বলা যোজনা চলছে।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, কংগ্রেস বরাবরই ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। আর বিজেপি দেশের হিতের জন্য রাজনীতি করেছে। সেই জন্য জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত হয়েছে।

উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্য তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, ৮ কোটি মানুষ এই যোজনার ফলে উপকৃত হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত থেকে লাভবান হয়েছে ৫৫ কোটি মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু বিশ্বজুড়ে একশো কোটি মানুষের স্বাস্থ্য বীমার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল। যার অর্ধেকটা পূরণ করে দিয়েছে ভারত।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় মাস্টার পাড়া এলাকা এক অগ্নিকান্ডে বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম

হরেকরকম

আইসিএআর"এর কন্দমুল চাষ কর্মশালা

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারীঃরাজ্যের উপজাতিদের খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর রেখে বিভিন্ন কন্দমুল জাতীয় সব্জীর চাষ নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ(আইসিএআর) ত্রিপুরা কেন্দ্র। কেরালার ত্রিবান্দ্রপুরমের সেন্ট্রাল টিউবার ক্রপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে সোমবার লেম্বুছড়া স্থিত আইসিএআর কেন্দ্রে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে জনজীবনে কন্দমুল জাতীয় সব্জীর এক বিশেষ চাহিদা রয়েছে। কর্মশালায় এই জাতীয় ফসলের উন্নত চাষাবাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সঙ্গে এই সব ফসলের বিভিন্ন বানিজ্যিক দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়। কর্মশালার পাশাপাশি ওই দিন আইসিএআর কেন্দ্রে একটি কন্দমুল সব্জি ও এগুলি দিয়ে প্রস্তুত বিভিন্ন রান্না প্রদর্শিত হয়। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশের কৃষকদের জন্য আলাদা চিন্তা রয়েছে। এই ধরনের কর্মশালায় কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

রজার ওয়াটার্সের কণ্ঠে আমির আজিজের সিএএ বিরোধী কবিতা

কালজয়ী ব্যান্ড "পিঙ্ক ফ্লয়েড", প্রতিবাদী গানে বিশ্বের ভীত নাড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম নাম, এদিন আবারও নিজের স্বতন্ত্রতার প্রমাণ দিল। সবার সামনে পিঙ্ক ফ্লয়েডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং গিটারিস্ট রজার ওয়াটার্স সম্প্রতি পাঠ করলেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী কবিতা "সব ইয়াদ রাখা জায়েগা"।লন্ডনের একটি ইভেন্টে জনপ্রিয় মিউজিশিয়ান ড`ই কি লিক্স - এব. প্রতিষ্ঠাতা-সাংবাদিক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হন। আমির আজিজের কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পড়েন এবং বলেন, আজিজ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "ফ্যাসিবাদী ও জাতিবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন"- এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।দু"মাস আগে, যখন দিল্লি প্রথমবার নাগরিকত্ব বিলের বিরোধীতার পথে নামে, তখন আমির আজিজের কলম থেকেই উতপত্তি কবিতা "সব ইয়াদ রাখা জায়েগা"।

পাঁচ বছর আলাদা থাকার পর বিবাহ বিচ্ছেদ, কাঠগোড়ায় কঙ্কনা-রণবীর সম্পর্ক

সম্পর্ক নিয়ে এবার আইনি পথে হাঁটলেন কঙ্কনা সেন শর্মা। প্রথম থেকেই সম্পর্ক নিয়ে একাধিক জল্পনা হলেও, তিক্ততা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

রেখেছিলেন কঙ্কনা ও রণবীর শোরে। ২০১০ সালে একে অন্যের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন এই জুটি। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম থেকেই ছিল দাম্পত্য কহল। তবে সেই বিষয় নিয়ে মুখ খোলেন কঙ্কনা পাঁচ বছর পর।আরও পড়ুন-দিল্লির হিংসার পর একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য স্বরার, উঠল গ্রেফতারির দাবি২০১৫ সালে প্রথম অপর্না সেনের কন্যা প্রকাশ্যে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। তিতলি ছবির শ্যুটিং চলাকালিনই অশান্তি মাথা বেড়ে যায়। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আলাদা থাকার। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা স্থির করেননি তখনও। বিয়ের দশ বছর পর বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। সূত্রের খবর অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।কঙ্কনা ও রণবীরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে, নাম হারু। তাঁরা দুজনেই সন্তানের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। পাঁচ বছর আলাদা থাকার পর আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন তাঁরা। ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে আনতে খুব একটা পছন্দ করেন না এই তারকা জুটি। তবে এবার বিচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। পাঁচ বছর আলাদাই থাকতেন তাঁরা। ছিল না সেভাবে কোনও সম্পর্ক। তবে এবার একে অন্যের থেকে আইনিভাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই আইনিগতভাবে তাঁরা আলাদা হয়ে যাবেন।

তাপসী অভিনীত এই ছবি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি

অনুভব সিনহা"র থাপ্পড়-এর একটাই দৃষ্টিভঙ্গি: আপনি কোনও মহিলাকে থাপ্পড় মারতে পারেন না এবং আশা করেন সে বিষয়টি এড়িয়ে যাবে ও ভুলে যাবে। এটা হতে পারে না।সিনেমায় এই কথাটা পরিষ্কার করে বলতে আমাদের ২০২০ সাল লাগল। ছবিটা সমাজ সম্পর্কে অনেক কথা বলে। যা আমাদের "সভ্যতা", "মর্যাদা"-র আওতায় সকল প্রকার মন্দকে ক্লিনচিট দেয়। আপনি যদি "আদর্শ বউ" হন, যেমন অমৃতা (তাপসী পান্নু), আপনার বৃদ্ধ শাশুড়ির সুগার পরীক্ষা করা আপনার কাজ, রান্নাঘরেক তদারকি করা, স্বামীকে (গুলাটি) গাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে আসা এবং তার মানিব্যাগ এগিয়ে দেওয়া এবং টিফিন দেওয়া সবটা, কারণ তিনি রোজগার করতে ব্যস্ত। গাম্ভীর্য ছেড়ে, হাসি মুখে, ভাল ব্যবহারে প্রতিটা দিন একই কাজ।কী হতে পারত তা নিয়ে ছবিতে একটা তীব্র আফসোস রয়েছে। অমৃতার বাবা যেভাবে মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলেন সেভাবেই একজন নৃত্যশিল্পী, এমনকি পেশাদার তাঁর হতে পারত। কিন্তু সে তার স্বপ্নগুলি পিছনে ফেলে, শুধু একজন কর্তব্যরত স্ত্রী এবং পুত্রবধূ হওয়ার জন্য বিয়ে করে। যে নিজের মতো করে সকালবেলা কাজ শুরু করার আগে তৈরি করে কালো চা- এইটুকুই দাবি।থাপ্পড় এই সমাজের অনুরূপ। কারণ পরিচালক দেখায়, কখনও কোনও শব্দ না ব্যবহার করে (আবার কখনও কখনও খুব বেশি), ঠিক কীভাবে পিতৃতন্ত্রকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং মহিলারাও যে কাজে সমানভাবে দায়ী। পরিবার এবং অতিথিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সজোরে চড় মারার পরে, অমৃতা নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয় এবং যখন তা কার্যকর হয় না, তখন সে আশা করে নিজের পরিবারের মা (শাহ), ভাই এবং বাবা পাশে দাঁড়াবে। তবে অবাক না করেই, এখানে মা বলে ওঠে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার গুরুত্বের কথা। বলেন, "শ্বশুর বাড়িই এখন তোমার বাড়ি"।ছবির সবচেয়ে মনে রাখার অংশ, যেখানে আমাদের দেখানো হয় নারীদের কীভাবে সারাক্ষণ বলে দেওয়া হয় কী করবে কী করবে না, কীভাবে অনুভূতিগুলো লুকিয়ে রাখবে, কীভাবে সেগুলোর বহিঃপ্রকাশ আটকাবে ইত্যাদি প্রভৃতি। ছবিতে তাপসীর মা এনং আইনজীবীও হতাশ করেছে এবং আর বাড়ির কাজের লোক যে তার মাতাল স্বামীর কাছে প্রতিনিয়ত মার খায়।

পারিবারিক নির্যাতন সমস্ত শ্রেণি ও বয়েসে ছড়িয়ে রয়েছে। তবে স্পষ্টতই এখানে দর্শকদের কাছে ধারণাটা ইউটোপিয়ান না করার একটা চেষ্টা রয়েছে, বিশেষত যখন অমৃতা এবং তার স্বামীর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি উন্মোচিত করার ক্ষেত্রেই তা পরিলক্ষিত: দীর্ঘ দড়ি টানাটানি এবং বিচ্ছেদে অশ্রুর মধ্যে সেই টানাপোড়েন দেখানো হয়েছে।তাপসী ছবিটাকে ধরে রেখেছেন, তার অভিনয়ের খাটনিটা চোখে পড়েছে। যেভাবে আইনজীবী এগিয়েছেন, কাজের লোক হিসাবে গীতিকা প্রত্যেকে আলাদ করে লক্ষ্যণীয়। তবে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে পরিচালক অনুভব সিনহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি ছবি তৈরি করেছেন। কয়েকশো বছর ধরে পুরুষের ধ্যানধারণা সামগ্রিকভাবে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছে। দৃঢ়ভাবে কোনও নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন, মহিলা নিজের আত্মসম্মান রাখতে যে কোনও সিদ্ধান্তকে না বলতে পারে, সেটা একটা থাপ্পড় হলেও।

অ্যাসিড আক্রান্ত বঙ্গকন্যা সঞ্চয়িতার বিয়ে দিলেন শাহরুখ, টুইটে শুভেচ্ছা নবদম্পতিকে

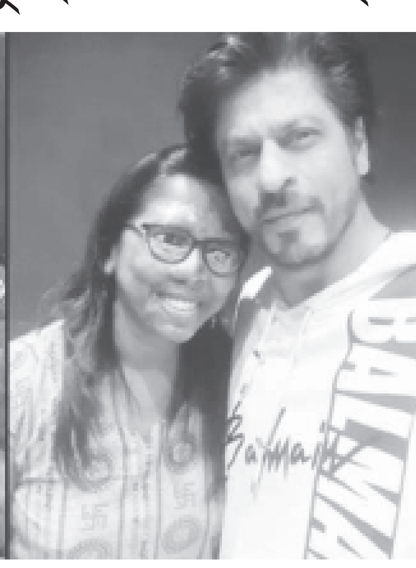

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সিনেমার পাশাপাশি শাহরুখ খান যে সেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত, এই খবর কারোরই অজানা নয়। এবার অ্যাসিড আক্রান্ত বঙ্গকন্যা সঞ্চয়িতার বিয়ে দিলেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান। মঙ্গলবারই ভালবাসার মানুষ শুভ্র দে"র সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন সঞ্চয়িতা যাদব। এ যেন একেবার স্বপ্নের বিয়ে। বড়পর্দার "ছপাক" যেন বাস্তবে উঠে এল। যদিও পর্দায় বিয়েটা অমল-মালতির বিয়েটা দেখানো হয়নি। কিন্তু লক্ষ্মীর আগরওয়ালের জীবনেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। সঞ্চয়িতা-শুভ্রর বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছিল শাহরুখ খানের "মীর ফাউন্ডেশন"।শাহরুখ যে শুধু বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন এমনটাই নয়, বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় সঞ্চয়িতা-শুভ্রর বিয়ের মুহূর্তও টুইট করে শুভেচ্ছা জানালেন বাদশা। এবং তার পাশাপাশি নিজের সঙ্গেও সঞ্চয়িতার একটি ছবি দিয়েছেন। এমনিতে অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বরাবরই অ্যাক্টিভ। অনুরাগীদের মাঝেমধ্যেই টুইটারে শুভেচ্ছা জানান তিনি। কিন্তু এমনভাবে টুইট করে শুভেচ্ছা জানানোয় শাহরুখের প্রশংসায় মুখর নেটদুনিয়া। টুইটে তিনি লেখেন, "শুভেচ্ছা সঞ্চয়িতা। আশা করি তোমার এবং শুভ্রর জীবন খুশিতে ভরে উঠুক। ভালবাসা নিও।""মীর ফাউন্ডেশন" মূলত অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ করে। সেই সুবাদেই সঞ্চয়িতার বিয়ের যাবতীয় খরচ এই সংগঠনের তরফে নেওয়া হয়েছিল।২০১৪ সালের ২২ অগাস্ট। জীবনের সেই কঠিন দিনটির দগদগে স্মৃতি আজও অক্ষত সঞ্চয়িতার কাছে। প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সঞ্চয়িতা। বেশ কয়েকদিন ধরেই মনোমালিন্য থাকায় প্রাক্তন প্রেমিককে জানান সেই কথা। প্রেমিকের বারবার বোঝানো সত্ত্বেও রাজি হননি সঞ্চয়িতা। ঝগড়া করে চলে আসার পথে রাস্তাতেই সঞ্চয়িতার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক। যন্ত্রণা, চিতকার, কাতর আর্তিতে সেদিন রাস্তায় ছটফট করেছিল বছর ২০"র তরুণী। সেই থেকে শুরু লড়াই। তবে লড়াইয়ে বন্ধু হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন শুভ্র দে-কে। সঞ্চয়িতার প্রতি তাঁর ভাললাগা ছিল অনেক দিনের। টিউশন ক্লাস থেকে জীবনের লড়াই সব জায়গাতেই পাশে থেকেছেন শুভ্র। এবার সারা জীবনের জন্য সঞ্চয়িতার হাত ধরলেন।

কপিল মিশ্রাকে টুইটে আক্রমণ স্বরা ভাস্করের, গ্রেফতারের দাবি নেটিজেনদের

নতুন দিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: দিল্লি (ঙ্গত্রন্থ্ঠ) সংঘর্ষে প্রাণ হারান এক পুলিশ অফিসার ও আইবি অফিসার। এই হিংসায় প্রাণ যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী আরও এক ব্যক্তির। আইবি অফিসার অঙ্কিত শর্মার মৃত্যুর পর তাঁর হৃদয় ভেঙে যায় স্বরা ভাস্কর। অঙ্কিত শর্মার পরিবারের ছবি টুইটারে শেয়ার করেন তিনি। তার সঙ্গে লেখেন, এসব সহ্য করা যায় না। এরজন্য দায়ী রাজ্য এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা। মানুষকে না বাঁচিয়ে গণ্ডগোল করার জন্য নেতারা উত্তেজক বিবৃতি দিতে শুরু করেন, তার জন্যই এসব ঘটে। পাশাপাশি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে দিল্লির (বিজেপি নেতাকে কাঠগড়ায় তুলে কপিল মিশ্রকে গ্রেফতারের দাবিও জানান স্বরা ভাস্কর। কপিল মিশ্রকে গ্রেফতারির দাবি জানান () বলিউড অভিনেত্রী। টুইটারে ট্রেন্ড করে গ্রেফতারির হ্যাশট্যাগ।স্বরার ট্যুইটের পর ফের বিতর্কে শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলেন এক ব্যক্তি। স্বরাকে "নাগিন" বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ওই ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, গত ২ মাস ধরে সাধারণ মানুষের মনে "বিষ" ঢালছেন স্বরা। এসবের জন্য ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করবেন না বলেও মন্তব্য করেন ওই ব্যক্তি। এরপর ওই ব্যক্তিকে স্বরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যাঁরা হিংসা চড়ান, তাঁদের পাত্তা দেন না তিনি। আরও পড়ুন, ভূমি পেদনেকরের নেকলাইন পোশাকে সমালোচনার ঝড়এদিকে দিল্লির হিংসা নিয়ে মুখ খোলায় স্বরাকে গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করেন ভক্ত নেটিজেনরা।এসবের জন্য ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করবেন না বলেও মন্তব্য করেন ওই ব্যক্তি। এরপর ওই ব্যক্তিকে স্বরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যাঁরা হিংসা চড়ান, তাঁদের পাত্তা দেন না তিনি। আরও পড়ুন, ভূমি পেদনেকরের নেকলাইন পোশাকে সমালোচনার ঝড়এদিকে দিল্লির হিংসা নিয়ে মুখ খোলায় স্বরাকে গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করেন ভক্ত নেটিজেনরা। এমনকী, হ্যাশট্যাগ দিয়ে অ্যারেস্ট স্বরা বলেও কেউ কেউ ছবি শেয়ার করতে শুরু করেন। এরপরই ফের সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন স্বরা ভাস্কর। এদিকে দিল্লিতে সংঘর্ষের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৪। নিন্দার ঝড় উঠেছে ফের।

টোটার সঙ্গে কোন সম্পর্কে জড়াতে চলেছেন ইন্দ্রাণী হালদার !

কলকাতা: টোটা রায়চৌধুরী। এক সময়ে বাংলা সিরিয়ালের জনপ্রিয় মুখ ছিলেন। কিন্তু তিনি সিরিয়াল করা ছেড়েছেন অনেক দিন। সিনেমাতেই টোটাকে দেখা যায় সব থেকে বেশি। তবে আবার প্রায় চার বছর পরে টেলি-ধারাবাহিকে ফিরছেন টোটা রায়চৌধুরী। শ্রীময়ী ধারাবাহিকে রোহিত সেন চরিত্রে তাঁকে দেখা যেতে চলেছে।কিছুদিন আগেই স্টার জলসা-র একটি প্রোমো থেকে বোঝা গিয়েছিল যে এই ধারাবাহিকে এবার নতুন কোনও বড় চরিত্র আসতে চলেছেন টোটা। যিনি হয়ে উঠতে পারেন "শ্রীময়ী"-র

জীবনের বিশেষ কোনও মানুষ। কে হতে পারেন সেই অভিনেতা, সেই নিয়ে দর্শকের মধ্যে তুমুল জল্পনা ছিল। সিরিয়ালে টোটা শ্রীময়ীর আগের চেনা মানুষ। হতে পারে তাঁদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হবে। তবে টোটাকে টেলিভিশনে পেয়ে বাঙালি দর্শক আপাতত বেজায় খুশি।

পায়ের আঙ্গুলে মিলবে ভাগ্যের ইঙ্গিত

হাতের রেখা দেখে তো জ্যোতিষীরা বিচার করেন। কিন্তু কখনও কখনও দেখবেন জ্যোতিষীরা পাও দেখতে চান। আসলে খুব বেশি বিচার না করে পায়ের আঙুলের মাপ দেখেই বোঝা যায় একটা মানুষের চরিত্র এবং সুখ ভোগের কপাল। এ কারণেই তো প্রাচীনপন্থীরা বিয়ের কনে দেখতে এসে পায়ের পাতা ভালো করে দেখতেন।আসুন দেখে নেওয়া যাক পায়ের কোন আঙুলে কেমন ভাগ্য ও সুখ-ভোগ রয়েছে।বুড়ো আঙুল : যদি পায়ের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলের থেকে তুলনায় বড় হয়, তবে তিনি ভাগ্যবান। তিনি সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিমান ও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। কোন সমস্যাকে নানাদিক থেকে বিচার করে সমাধানের পথ খুঁজতে পারেন। আর বুড়ো আঙুল যদি একটু ছোট হয়, তা হলে তিনি অনেক কাজে পারদর্শী হন। দ্বিতীয় আঙুল : বুড়ো আঙুলের পরের আঙুলটি বুঝিয়ে দেয়, একজন মানুষ জীবন থেকে কী চাইছেন। সেটি বাকি সবগুলো আঙুলের থেকে বড় হলে বুঝতে হবে, তিনি জীবনে যা চান তা পেয়েছেন বা পাবেন। এই ধরনের মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। দ্বিতীয় আঙুলের সঙ্গে তৃতীয় আঙুলের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বুঝতে হবে তিনি খুবই আবেগপ্রবণ।তৃতীয় আঙুল : তৃতীয় আঙুলটি যাদের সবচেয়ে বড়, তাদের কর্মক্ষমতা খুব বেশি। যে কোন কাজে উতসাহের কমতি নেই। সব সময়ে নিখুঁত কাজ করা এদের পছন্দ। আঙুলটি যদি একটু ছোট হয়, তবে তিনি প্রতি মুহূর্তে জীবনকে উপভোগ করে বাঁচেন।চতুর্থ আঙুল : পায়ের চতুর্থ আঙুলটি বলে দেয়, আপনার জীবনে সম্পর্কের ভূমিকা ঠিক কতটা। এই আঙুলটি অন্যগুলোর তুলনায় বড় হওয়া মানে তার কাছে পরিবার সবার আগে। আঙুলটি একটু গুটিয়ে থাকলে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে সমস্যা হতে পারে।কড়ে আঙুল : কড়ে আঙুলটি যদি বেশ লম্বা হয় তবে বুঝতে হবে, তার মধ্যে এখনও শিশুসুলভ হাবভাব লুকিয়ে রয়েছে। এরা খুব অস্থির প্রকৃতির হন। খুব তাড়াতাড়ি কোন কিছুতে বিরক্ত হয়ে যান।

সলমনের নায়িকা ভাগ্যশ্রীর কথা শুনেল চমকে উঠবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ম্যায়নে প্যার কিয়া-র হাত ধরে বলিউডে পা রাখেন ভাগ্যশ্রী। সলমন খানের সঙ্গে ওই সিনেমায় স্ক্রিন শেয়ার করেন তিনি। ১৯৯০ সালে ম্যায়নে প্যার কিয়া মুক্তি পাওয়ার পর ব্যবসায়ী হিমোলয় দাসানির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান ভাগ্যশ্রী। হিমালয় দাসানির সঙ্গে সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভাগ্যশ্রী। বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রযোজক, পরিচালক সূরজ বরজাতিয়ার হাজিরায় বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ভাগ্যশ্রী এবং হিমালয় দাসানি।বিয়ের পর প্রায় দেড় বছর হিমালয় দাসানির কাছ থেকে দূরে সরে যান ভাগ্যশ্রী। ওই সময় নিজেদের মধে মনোমালিন্যের জেরেই হিমালয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যান ভাগ্যশ্রী। ওই সময়ের কথা মনে পড়লে এখনও কেঁপে ওঠেন। হিমালয় দাসানির কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন, আর কোনওদিন তাঁরা কাছাকাছি আসতে পারবেন কি না! হিমালয়ের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি কি আবার নতুন করে ঘর বাঁধবেন! ওই সময়ের কথা ভাবলে এখনও তিনি ভয় পেয়ে যান বলেও মন্তব্য করেন ভাগ্যশ্রী।সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাতকারে হাজির হয়ে বিয়ের পর হিমালয় দাসানির কাছ থেকে দেড় বছর দূরে থেকে কেমন অনুভূতি হয়েছিল, সে বিষয়ে মুখ খোলেন ভাগ্যশ্রী। আর ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরই তা ভাইরাল হয়ে যায় হু হু করে।

বর্তমানে দুই সন্তানের বাবা-মা হলেন ভাগ্যশ্রী এবং হিমালয় দাসানি। মর্দ কো দর্দ হোতা হ্যায় দিয়ে বলিউডে পা রাখেন ভাগ্যশ্রীর ছেলে অভিমন্যু দাসানি। এরপর পরেশ রাওয়াল এবং শিল্পা শেঠির সঙ্গে নিকম্মা-তে স্ক্রিন শেয়ার করছেন অভিমন্যু। নিকম্মার পর অভিনেত্রী মৃনাল ঠাকুরের সঙ্গে আঁখ মিচোলিতেও দেখা যাবে ভাগ্যশ্রীর ছেলেকে।

পেটের অসুখে, আমাশয় ও রক্ত আমাশয় কাঁচকলার ব্যবহার

নিউজ ডেস্কঃ বাঙালির অন্যতম এক প্রিয় খাওয়ায়ের আইটেম হল কাঁচা কলা। কাঁচা কলার তরকারি থেকে শুরু করে কাঁচা কলার খোসা বাটা জিভে জল আনা এক স্বুসাদু আইটেম। তবে কলা গাছের শুধু ফল অর্থাত কলাই নয় কলা পাতা থেকে শুরু করে শেকড় পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে। এবং তা যথেষ্ট স্বুসাদু ও বটে। এবং কলা পাতা থেকে শুরু করে শেকড় কিছু বিশেষ প্রক্রিয়ায় খেলে তা শরীরের একাধিক রোগের পক্ষে খুবই উপকারি।পেটের অসুখে, আমাশয় ও রক্ত আমাশয় কাঁচকলা সেদ্ধ করে টাটকা টক দইয়ের সঙ্গে মেখে খেলে রোগ সারে।কলা গাছের শুকনো শেকড় গুঁড়ো করে অল্প পরিমানে খেলে পিত্ত রোগ সারে। রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগের পক্ষেও এটি একটি খুব উপকারি ওষুধ।অনেকের মতে কলা গাছের শেকড়ের সাথে ঘি ও চিনি মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবের অসুখ বা মেহ রোগ সারে।কাঁচকলা শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্রতিদিন অল্প পরিমানে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে যৌন ব্যাধি সারে ও প্রস্রাবের অসুখ সারে।একেবারে কচি কলাপাতা মিহি করে বেটে দুধে মিশিয়ে ঘন ক্ষীরের মতো করে খাওয়ালে মেয়েদের প্রদর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রেড কার্পেটে হাওয়ায় উড়লো ক্যাটরিনার পোশাক!

মুম্বই: ক্যাটরিনা কাইফ তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি একটি লাল ছোট্ট ড্রেস পরে রয়েছেন। তার সঙ্গে নিয়েছেন একই রঙের লাল স্রাগ। পায়ে হাই হিল। এই পোশাক পরে ক্যাটরিনা রেড কার্পেটে হাঁটলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হল হাওয়া। ক্যাটের পোশাক উড়ে গেল হাওয়াতে। কোনও রকমে পোশাক সামলে আবার ক্যামেরার সামনে পোস দিলেন তিনি। এই ভিডিও শেয়ার হতেই মুহূর্তে ভাইরাল হয়। এই ভিডিও লাইক পেয়েছে ২২ লাখের উপরে। শেয়ার হয়েছে প্রচুর। অনেকেই এই ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন 'উফফ কেয়া লাগরাহি হো'।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতি যুবদের শিক্ষিত করার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

শাসক দলের কর্মীদের হাতে হেনস্থার শিকার চন্দ্রবাবু

বিশাখাপত্তনম, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ওয়াইএসআর কংগ্রেসকর্মীদের হাতে হেনস্থা হতে হল টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডুকে।

প্রজা চৈতন্য যাত্রা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে বিশাখাপত্তনমে আসেন চন্দ্রবাবু। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে তাঁর পেনদুর্থী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে বেরনো মাত্র তাঁর বিরুদ্ধে গো-ব্যাগ স্লোগান দিতে থাকে ওয়াইএসআর কংগ্রেসকর্মীরা। এমনকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম, টমাটো ও জুতো ছোড়ে রাজ্যের শাসক দল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের কর্মীরা। পাল্টা স্লোগান দিতে থাকে টিডিপি কর্মীরা। চন্দ্রবাবুর কনভয় যাতে যেতে না পারে সেই জন্য রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয় কলকাতা-চেন্নাই হাইওয়েতে। টিডিপি কর্মীদের অভিযোগ বিপুল পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও শাসক দলের কর্মীদের বাড়বাড়ন্ত রোখা যায়নি। প্রায় দুই ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকার পর রাস্তা মধ্যে নিজেই ধরনায় বসে পড়েন চন্দ্রবাবু নাইডু। পুলিশ ধরনা প্রত্যাহার করে নিতে বললেও নিজেদের জেদে অনড় থাকেন তিনি। পরে বিকেল পাঁচটা পুলিশ তাঁকে আটক করে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে নিয়ে যায়। চন্দ্রবাবু প্রশ্ন তোলেন আগাম ঘোষিত কর্মসূচি থাকা সত্বেও পুলিশ এই ভাবে নির্বিকার রইলেন কেন।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ, অসম বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ভদ্রেশ্বর বুঢ়াগোহাঁই

গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর প্রবীণ নেতা, প্রাক্তন সাংসদ তথা অসম বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ভদ্রেশ্বর বুঢ়াগোহাঁই প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার রাত ১১.৩০টায় গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাঁকে আইসিইউতে ভরতি করে চিকিৎসা করছিলেন ডাক্তাররা। কিন্তু নিয়তির কাছে হার মেনে অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অগপ-র প্রবীণ নেতা তথা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী (আলফা)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ভদ্রেশ্বর বুঢ়াগোহাঁই।

রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য, অসম বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা অগপ-র প্রবীণ নেতা বুঢ়াগোহাঁইয়ের মৃত্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল গভীর শোক প্রকাশ করে প্রয়াতের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রয়াত ভদ্রেশ্বরের শেষকৃত্য আজ গুয়াহাটির নবগ্রহ শ্মশানে সম্পন্ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় প্রয়াত নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। শোক ও পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন অগপ সভাপতি তথা ক্যাবিনেট মন্ত্রী অতুল বরা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা অগপর প্রবীণ নেতা প্রফুল্লকুমার মহন্ত-সহ দলীয় বহু নেতা-কর্মী।

উল্লেখ্য, ভদ্রশ্বর বুঢ়াগোহাঁই ১৯৮৫ সালে অসম বিধানসভায় প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন। তদনীন্তন শিবসাগর জেলার সোনারি থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এর পর ১৯৯০ সালে অগপ-র দ্বিতীয় মেয়াদের আমলে তিনি রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সে বছরই অসম থেকে রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

বাবা গণেশ বুঢ়াগোহাঁই এবং মা জানকি বুঢ়াগোহাঁইয়ের ঘরে প্রয়াত ভদ্রেশ্বর বুঢ়াগোহাঁইয়ের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, সোনারির সরুপথার গ্রামে। বামপথার বেঙেনাবাড়ি হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন কর্মজীবন। দু বছর শিক্ষকতা করার পর শিবসাগর জেলা ও দায়রা আদালতে ওকালতি শুরু করেন তিনি।

অসম আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। সে সময় গ্রেফতারকৃত আন্দোলনকারীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিবসাগরের রংঘরে অনুষ্ঠিত আলফা-র প্রথম সভায় কার্যনির্বাহ সদস্য হিসেবে যোগ দেন ভদ্রেশ্বর বুঢ়াগোহাঁই।

আজ প্রয়াত নেতার মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় অসম বিধানসভা প্রাঙ্গণে। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পর নিয়ে যাওয়া হয় আমবাড়িতে অগপ-র সদর দফতরে।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েও স্বস্তি পেলেন না কামরা

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিমানের মধ্যে জনপ্রিয় সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীকে হেনস্থা করা কাণ্ডে অস্বস্তিতে কৌতুক শিল্পী কুণাল কামরা।

সাংবাদিক হেনস্থা কাণ্ডে দেশের এয়ারলাইন কোম্পানিগুলি কুণাল কামরার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ বিষয়ে কুণাল কামরাকে দিল্লি হাইকোর্ট ডিরেক্টরেট অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের (ডিজিসিএ) কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বয়ান দিতে বলেছে। এই বিষয়ে আট সপ্তাহের মধ্যে ডিজিসিএ-কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে আদালত। দিল্লি হাইকোর্টে নিজের দায়ের করা পিটিশনে কুণাল কামরা জানিয়েছিলেন যে ইন্ডিগো বিমানসংস্থা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই তার বিরুদ্ধে ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেওয়া হয়। এমনকি অন্যান্য অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা যেমন এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেট, গোএয়ার তাঁর বিরুদ্ধে এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আদালতে এই জনপ্রিয় কৌতুক শিল্পীর হয়ে সওয়াল করছেন বিবেক তনখা, গোপাল শঙ্করনারায়ণ এবং মোহিত মাথুর। আদালতের কাছে ডিজিসিএ এবং অন্যান্য বিমান সংস্থা দ্বারা ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিলেন আইনজীবীরা।

আদালতে পিটিশন পেশের আগে কুণাল কামরা এয়ার ইন্ডিয়াকে আইনি নোটিশ দিয়েছিল। সেই নোটিশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, শর্তহীন ক্ষমা করে দেওয়া ও ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি করেছিলেন কামরা।

দিল্লির হিংসা নিয়ে রাজনীতি করছে ইউএসসিআইআরএফ, দাবি বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির হিংসা নিয়ে ইউএস কমিশন অন রিলিজিয়াস ফ্রিডমের(ইউএসসিআইআরএফ) করা মন্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করল বিদেশমন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, দিল্লির হিংসা নিয়ে ইউএসসিআইআরএফ যে বিবৃতি দিয়েছে তা তথ্যগত ভাবে যথাযথ নয়। বিভ্রান্তিকর এবং বিষয়টিকে নিয়ে অযথা রাজনীতি করা হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে থেকে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের বর্ষীয়ান আধিকারিকেরাও সক্রিয় ভাবে কাজ করে চলেছে। দ্রুত স্বাভাবিকতার দিকে ফিরছে দিল্লি। উস্কানিমূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আবেদন জানিয়েছেন।

ইউএসসিআইআরএফের তরফ থেকে টোনি পারকিং বুধবার দুপুরে জানিয়েছিল যে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে ভারত সরকারকে। মুসলমানদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে দিল্লির পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছে। তাদের বাড়ি ও দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকদের রক্ষা করা। পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইউএসসিআইআরএফের কমিশনার

ছয়ের পাতায়

দিল্লিতে হিংসার আড়ালে জঘন্য রাজনৈতিক খেলা চলছে : মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। মায়াবতীর মতে, দিল্লি-হিংসার আড়ালে জঘন্য রাজনৈতিক খেলা খেলছে রাজনৈতিক দলগুলিঊ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মায়াবাতীর মত, 'পুলিশের কাজে নাক না গলিয়ে, পুলিশ ও সিস্টেমকে অবাধে কাজ করতে দেওয়া উচিত কেন্দ্রেরঊ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকেও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৪-এ পৌঁছেছে। হিংসাত্মক ঘটনায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ২০০-রও বেশি মানুষ। দিল্লি-হিংসার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবারই রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অপসারণ দাবি করেছে কংগ্রেস।

মায়ানমারের সঙ্গে দশটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পরিকাঠামো, জ্বালানি, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য সহ একাধিক ক্ষেত্র দশটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মায়ানমারের প্রেসিডেন্ট ইউ উইন মিয়ান্ট। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে বৈঠক হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার চারদিনের সফরে ভারতে সস্ত্রীক এসেছেন মায়ানমারের প্রেসিডেন্ট ইউ উইন মিয়ান্ট। বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে সেরিমোনিয়াল রিসেপশন দেওয়া হয় ইউ উইন মিয়ান্টকে। পরে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান তিনি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন।

প্রসঙ্গত, মায়ানমারের পঞ্চম বৃহত্তম বাণিজ্যিক সহযোগী দেশ হচ্ছে ভারত। দুই দেশের মধ্যে ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশ হচ্ছে মায়ানমার। ফলে ভারতের পূর্বে তাকাও নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মায়ানমার।

কলেজিয়ামের সুপারিশকেই মান্যতা, এস মুরলীধরকে বদলি করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধরকে গত সপ্তাহেই পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলির সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনেই বুধবার রাতে বিচারপতি মুরলীধরকে বদলি করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মধ্যরাতে এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধরকে বদলির নির্দেশ জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। সেই মতোই বুধবার রাতে এস মুরলীধরকে বদলি করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ রাষ্ট্রপতির তরফে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধরকে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলির নির্দেশ জারি করা হয়ঊ নিয়ম মাফিক বদলির আগে বিচারপতিকে ১৪ দিন সময় দেওয়ার কথাঊ কিন্তু, মধ্যরাতে এই বদলি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের কথায়, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশেই এস মুরলীধরকে বদলি করা হয়েছে।

পিএনবি প্রতারণা মামলা নীরবের সম্পত্তি নিলাম পিছল

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত নীরব মোদীর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর নিলাম পিছলঊ ২৭ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে নিলাম হবে আগামী ৫ মার্চঊ দুর্লভ চিত্রাঙ্কন থেকে শুরু করে বিদেশের দামি হাত ঘড়ি, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হাত ব্যাগ, বিদেশি গাড়ি-সহ নীরব মোদীর ব্যবহৃত একাধিক জিনিসপত্র নিলামের কথা ছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবারঊ সবমিলিয়ে ১১২টি সামগ্রীর নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবারঊ কিন্তু, এদিন নিলাম হয়নিঊ ৫ মার্চ নিলাম হওয়ার কথাঊ নিলাম হলে দু'দফায়।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা প্রতারণার মামলায় মূল অভিযুক্ত হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীঊ বর্তমানে তিনি ব্রিটেনে রয়েছেঊ প্রতারণা মামলার তদন্তে নেমে নীরবের বাড়ি ও শোরুমে হানা দিয়ে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)ঊ সেগুলিই ধাপে ধাপে নিলাম করা হবেঊ আগামী ৫ মার্চ অমৃতা শের গিল, মকবুল ফিদা হুসেন, ভি এস গাইতোন্ডে, মনজিতবাওয়া এবং রাজা রবি ভার্মার সৃষ্টি চিত্রাঙ্কণ নিলামে উঠতে চলেছে।

সরকার কাশ্মীর ঠাণ্ডা করেছে, দিল্লি ও পার্ক সার্কাসকেও ঠাণ্ডা করবে দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,২৭ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): 'কাশ্মীর ঠাণ্ডা করেছে যে সরকার , সেই সরকার দিল্লি ,পার্ক সার্কাসকেও ঠাণ্ডা করবে'। বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল এভিনিউতে চা পে চর্চায় এমনই মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়েছে উত্তর পূর্ব দিল্লির বিভিন্ন এলাকায়। পাল্টা প্রতিবাদে নামে আইনের সর্মথকরা

ছয়ের পাতায়

ডিমা হাসাওয়ে সড়ক নির্মাণকাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্যাম্পে গুলি হামলা, হতাহত নেই

হাফলং (অসম), ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে কর্মরত এক নির্মাণ সংস্থার কর্মচারীদের ওপর সন্দেহভাজন উগ্রপন্থীর প্রচণ্ড গুলি চালনার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে ডিমা হাসাও জেলার লাংটিং থানার অন্তর্গত মাইলুতে সড়ক নির্মাণ সংস্থার অস্থায়ী ক্যাম্পে সন্দেহভাজন ডিমাসা ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা অতর্কিতে হামলা চালায়। গুলি হামলা চালানো হয়েছে সড়ক নির্মাণে ব্যবহৃত এএস ০৯ এসি ০৫০৫ নম্বরের ট্রাকে। তবে এতে কোনও হতাহতের খবর নেই। গাড়ির বেশ ক্ষতি হয়েছে। ট্রাকটি ক্যাম্পের সামনেই রাখা ছিল। সারাদিনের কাজ শেষ করে রাতে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন শ্রমিক ও কর্মচারীরা। কিন্তু ভোরের দিকে অতর্কিত গুলি হামলায় হতচকিত হয়ে যান ক্যাম্পের আবাসিকরা। উগ্রপন্থীদের গোলাগুলির পর প্রাণের ভয়ে গাড়ি ও নির্মাণ সরঞ্জাম ছেড়ে ক্যাম্প থেকে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেছেন হামলার শিকার নির্মাণ সংস্থার কর্মীরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালেই ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ বিশাল সশস্ত্র পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি নিজে ঘটনার তদন্ত করছেন। অকুস্থল থেকে বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া এলাকাকে ঘিরে পার্শবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় সন্ত্রাসবাজদের খুঁজে চিরুনি তালাশি শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

বিশেষ এক সূত্রের খবর, এর আগ সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিল তথাকথিত জঙ্গি সংগঠন ডিমাসা ন্যাশনাল আর্মি। দাবির টাকা শোধ না করায় আজ তারা গুলি হামলা চালিয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে ধারণা পুলিশ প্রশাসনের।

নানাজী দেশমুখের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করলেন অমিত শাহ সহ একাধিক নেতা

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নানাজী দেশমুখের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জে পি নড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ একাধিক নেতা।

বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা টুইট করে বলেন, "দেশের সেবা ও দরীদ্রদের উন্নতির জন্য তাঁর পুরো জীবন উৎসর্গ করা ভারত রত্ন শ্রী নানজি দেশমুখের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শতকোটি প্রমাণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে বলেন, 'একদিকে যেমন নানাজী দেশমুখী তার ধারণাগুলি ও আদর্শ নিয়ে রাজনীতিতে এক অবিরাম স্থান তৈরি করেছেন, অন্যদিকে তিনি তার অসাধারণ সংগঠন দক্ষতায় কর্মীদের ধরে রেখেছিলেন।' মানবতার একজন সত্য উপাসক হিসাবে তিনি সারা জীবন দরিদ্র ও গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই করেছিলেন। " কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরিও টুইট করে ভারতরত্ন নানজি দেশমুখকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, নানজী দেশমুখ একজন সমাজসেবি ছিলেন। তিনি পূর্বে ভারতীয় জনসংঘের নেতাও ছিলেন। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির সরকার গঠিত হলে তাকে মোররজি দেশাইয়ের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু তিনি মন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকদের সরকারের বাইরে থেকে সামাজিক কাজ করা উচিত। ২০১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশের সাতনায় তিনি মারা যান।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় মক্কায় তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত সৌদি আরবের

রিয়াধ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় মক্কায় তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব।

সে দেশের বিদেশমন্ত্রক এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, 'ওমরাহ (তীর্থযাত্রা) করার উদ্দেশ্যে অথবা মদিনায় নবীর মসজিদ দর্শনের উদ্দেশ্যে আসা তীর্থযাত্রীদের প্রবেশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।' সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'দেশের জন্য এই ভাইরাস একটি বিপদ। কয়েকটি দেশে করোনা ভাইরাস ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, সেসব দেশের নাগরিকদের সাময়িকভাবে টুরিস্ট ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সৌদি সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। তার অংশ হিসেবেই তীর্থযাত্রীদের ওপর এই কড়াকড়ি। চিন থেকে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে এখনও পর্যন্ত অন্তত ২ হাজার ৮০০ মানুষের প্রাণ গেছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৮১ হাজার ৭০০ ছাড়িয়ে গেছে। সৌদি আরবে এখনও এই ভাইরাসের সংক্রমণ না ঘটলেও প্রতিবেশী ইরানে ইতিমধ্যেই ১৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে বলে খবর। মধ্যপ্রাচের বেশ কিছু দেশেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছে। পাশাপাশি

ছয়ের পাতায়

অশান্ত দিল্লিতে শান্তি বজায় রাখার আবেদন যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র সহবাগ ও হরভজন সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অশান্ত দিল্লিতে শান্তি বজায় রাখার আবেদন যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র সহবাগ ও হরভজন সিংয়ের। তাঁদের অনুরোধ শান্ত থাকুন এবং দিল্লিতে শান্তি বজায় রাখুন।

রবিবার থেকে অশান্ত রাজধানী দিল্লি। এই অশান্তির আগুনে এরইমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জনের। আহত হয়েছেন কয়েকশো মানুষ। প্রিয় শহরের এই অবস্থা দেখে মন খারাপ যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র শেবাগ ও হরভজন সিংয়ের।

এমন অবস্থায় নিজেদের অবস্থান থেকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানালেন এই তিন প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার।

দিল্লির ঘরের ছেলে সহবাগ। একসময় খেলেছেন আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে। প্রিয় শহরে অশান্তির বিরুদ্ধে টুইটারকে হাতিয়ার বানিয়ে তিনি লেখেন, 'দিল্লিতে যা ঘটছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। সবার কাছে আমার অনুরোধ শান্ত থাকুন এবং দিল্লিতে শান্তি বজায় রাখুন।

যে কোনও আঘাত কিংবা ক্ষতি এই মহান দেশের রাজধানীর গায়ে দাগ তৈরি করবে। আমি সবার শান্তি কামনা করছি।'

প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ লেখেন, 'দিল্লিতে যা হচ্ছে তা হৃদয় বিদারক।

সবার প্রতি শান্তি বজায় রাখার অনুরোধ করছি। আশা করি পরিস্থিতি সামাল দিতে সঠিন ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। দিনশেষে আমরা সবাই মানুষ। আমাদের একে অপরকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা উচিত।'

অন্যদিকে হিংসার দুটি ছবি দিয়ে ভিক্রান্ত গুপ্তর করা এক টুইট রি-টুইট করে হরভজন লেখেন, 'নিজেরাই কেন নিজেদের মারছ? সবাইকে অনুরোধ করছি দয়া করে নিজেদের আঘাত করবেন না।

মন্ত্রিসভায় মহিলা প্রতিনিধি রাখার দাবিতে কেজরিকে চিঠি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মন্ত্রিসভায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি দিল জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা।

চিঠিতে রেখা শর্মা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের সাম্য, ক্ষমতার বন্টন, সমস্ত নাগরিকদের সমান ভাবে অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। সাম্যের অধিকার বজায় রাখতে মন্ত্রিসভা অন্তত দুইজন মন্ত্রীকে রাখতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ৬২টি আসনে জয়লাভ করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। মন্ত্রিসভা গঠনের পর দেখা গেল যে কোনও মহিলা সেই মন্ত্রিসভায় স্থান পায়নি।

জন্মদিনে ইয়েদুরাপ্পাকে পরিশ্রমী মুখ্যমন্ত্রীর আখ্যা মোদীর

বেঙ্গালুরু, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা দক্ষিণ ভারতে বিজেপির দাপুটে নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার ইয়েদুরাপ্পার ৭৮তম জন্মদিনে তাঁকে পরিশ্রমী আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের শুভেচ্ছা বার্তায় লেখেন, রাজ্যের উন্নয়ন বিশেষ করে গ্রামীণ ও কৃষকদের কল্যাণের জন্য নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। ট্যুইটবার্তায় বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে দাক্ষিণ্যাত্যের রাজনীতিতে বিজেপির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন ইয়েদুরাপ্পা। কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার আগরতলার বটতলা বাজারে প্লাস্টিক ও মদ বিরোধী অভিযান চলে। ছবি- নিজস্ব।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

ওই বিষয়গুলো উল্লেখ করে বিজন ধর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। দিল্লির ঘটনায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বিজন ধর বলেন, আরএসএস হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালিয়েছে। এই বিষয়গুলো নতুন করে ভাবতে হবে। ৩৫ জনেরও বেশি মৃত্যুর ঘটনায় সাম্প্রদায়িক হিংসা, দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুললেন বিজন ধর। বললেন, গুজরাট মডেলকে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। যে বিচারপতি সময়উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন তাতেও মাঝরাতে বদলি করা হলো। এই প্রসঙ্গ টেনে বিজন ধর বলেন, এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও এমন অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা শুরু হয়েছে। বিজন ধর ১০,৩২৩ শিক্ষকদের পুনর্বাসনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দাবি জানান। তার পাশাপাশি চলমান ঘটনাবলী নিয়ে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর স্বম্ভরতার জবাব দিয়েছেন বিজন ধর।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ছাড়া ১০৩২৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোনভাবেই শিক্ষকতায় নেওয়া যাবে না। বৃহস্পতিবার মহাকরনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে জবাব দিতে গিয়ে একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার কেন ভারতবর্ষের কোন সরকারই এই ধরনের জটিলতার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ছাড়া শিক্ষকতাই তাদেরকে নিয়োগ করা যাবে না। কারন এটা একটা জটিল পরিস্থিতি। তাই বর্তমান সরকার চাইছে আইনের মধ্যে থেকে যতটুকু করা যায় ততটুকু করা হবে। আইনের বাইরে গিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবারই বিজন ধর সাংবাদিক সম্মেলন করে বামফ্রন্টের আমলে ১৩ হাজার শূন্যপদের কি হল এরকম একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সাংবাদিকদের সামনে। বৃহস্পতিবারই এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শ্রীনাথ বলেন, চাকুরির জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা হলে যদি ১ বছরের মধ্যে সেই পদ পূরণ করা না হয় তাহলে অটোমেটিকেলি ঐ পদে বিলুপ্তি ঘটে যায়। তিনি বলেন, বিজন বাবুরা জানেন না তেমনটা নয়। যদিওবা তিনি বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করেনি কিংবা প্রশাসনে আসেননি তা সত্ত্বেও উনার জানা দরকার ছিল যে কোন পদ সৃষ্টি হলে যদি এক বছরের মধ্যে তা পূরণ করা না হয় অটোমেটিকেলি সেই পদের বিলুপ্তি ঘটে। শ্রী নাথ আরো বলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে এই ধরনের প্রশ্ন তোলার আগে বিজন বাবু যদি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কিংবা বাদল চৌধুরী কিংবা ভানুলাল সাহাদের সাথে আলোচনা করতো তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হত। কারন বিধানসভায় এই নিয়ে বহু বার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এক বছরের মধ্যে শূন্য পদ পূরণ না হলে তা বিলুপ্তি ঘটে। তখন কিন্তু মানিক বাবুরা তা মেনে নিয়েছিল। এখন আবার হঠাৎ করে বিজন বাবু কেন এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। তবে মনে হয় বিজনবাবুরা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, আগামীকাল ২২৬ জন শিক্ষকের অফার ছাড়া হবে। । তিনি বলেন, এই ২২৬ জন শিক্ষকের মধ্যে স্নাতক স্তরের শিক্ষক রয়েছেন ১৭২ জন এবং অস্নাতক শিক্ষক রয়েছেন ৫৪ জন। তিনি আরো জানান, যে সমস্ত জেলায় শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে সেই সমস্ত জেলাতেই অধিক স্নাতক এবং অস্নাতক শিক্ষক পাঠানো হয়েছে। যেমন ধলাই জেলায় ৫৭ জন, উত্তরে ৩০, সিপাহীজলায় ১৮, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩৮, ঊনকোটিতে ৪৯, পশ্চিম জেলায় ৩, গোমতী জেলায় ২৫ এবং খোয়াই জেলায় ৩ জন শিক্ষককে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিন বিজন ধর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যে চাকরি নেই এবং কাজ নেই বলে যে মন্তব্য করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষামন্ত্রী এ খবর জানান। তিনি বলেন, বিজনবাবুরা বলেছেন, রাজ্যে কাজ নেই। অথচ তিনি যদি জেগে ঘুমান তাহলে কিছুই করার নেই। রাজ্যে কাজের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রেগা প্রকল্পে ১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৩.৬৮ দিন অর্থাৎ ৩৪ দিনের কাজ হয়েছে। তেমনিভাবে ১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৬ দিনের কাজ হয়েছে এবং গতকাল পর্যন্ত কাজ হয়েছে ৫৩.১০ শ্রমদিবসের। তাই বিজনবাবুদের কাছে শ্রীনাথের প্রশ্ন, বামফ্রন্টের আমলের চাইতে তাহলে কি রাজ্যে এখন কাজকর্ম কম হচ্ছে? যদিও শ্রীনাথ বলেন, রেগার কাজ বেশি হলে তা কোন একটি সরকারের পক্ষে শুভ নয়। তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ নতুন পদ্ধতিতে রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এদিন রেগার অর্থের বরাদ্দ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রতনলাল নাথ জানান, ১৭-১৮ অর্থবছরে রাজ্য অর্থ পেয়েছে ৪৭৭ কোটি ১১ লক্ষ। ১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থ পেয়েছে ৫৩৬ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থ পেয়েছে ৬৭৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। এদিন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ রেগা সহ বিভিন্ন কাজকর্মে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে প্রশংসা কুড়িয়েছে তারও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক প্রহৃত, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ডব্লিউবিইউজে-র

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় প্রচারমাধ্যমের সাংবাদিক সুকোমল ঘোষকে গতকাল স্থানীয় একদল লোক মারধর করেছে। এ ব্যাপারে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করার আবেদন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নলিস্ট (ডব্লিউবিইউজে)।

অভিযোগ, অপছন্দের খবর লেখায় এলাকার সুপারি ব্যবসায়ীদের একাংশ এই কাজ করেছে। সংবাদ প্রকাশ ও ফেসবুকে পোস্ট করার জেরে রীতিমতো এক দৈনিকের সাংবাদিককে মারধর করে কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাবার অভিযোগ উঠেছে ডুয়ার্সের ফালাকাটার সুপারি ব্যবসায়ীদের একাংশের বিরুদ্ধে! প্রকাশ্য দিবালকে যে ভাবে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ফালাকাটা থানার সামনে ঘটেছে, তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাংবাদিক মহল। সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী ও শাসক দলের মন্ত্রীরা।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ফের রাজ্যের আইন শৃঙখলা ও সংবাদিকদের স্বাধীনতার কলঙ্ক অধ্যায় হয়ে থাকল। উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় দৈনিকে দুই দশক ধরে সাংবাদিকতার কাজ করছেন সুকমল ঘোষ। তিনি এলাকার পরিচিত মুখ। সুকমলের অভিযোগ, খবর পরিবেশন করাই দোষ হয়েছে! আমাকে ডেকে প্রথমে সুপারি ব্যবসায়ীদের অফিসে নিয়ে মানসিক ও শারিরীক নিগৃহ করেন ৫০-৬০ জন। তারপর কলার ধরে চোরের মতো টেনে হিঁচড়ে থানায় নয়ে যাবার চেষ্টা করে তারা।চলে গালিগালাজ। আমি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত।

এ রাজ্যে সংবাদ মাধ্যমের গায়ে হাত পড়লে ছেড়ে কথা হবে না বলে মন্ত্রীরা হামেশাই বলে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সাংবাদিকদের ওপর কোন রকম নিগ্রহের ঘটনা বরদাস্ত করেন না। তবে থানা চত্বরে কি ভাবে কয়েকজন ব্যবসায়ী এ ভাবে সাংবাদিককে মারধর করে পার পেয়ে গেলেন তা নিয়ে শোরগোল পড়েছে গোটা রাজ্যের সাংবাদিক মহলে। বর্তমানে পুরীতে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে বিষয়টি জানানো হবে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। ওই মহলের সূত্রে খবর, ভিডিও ফুটেজ মিলেছে। যারা ওই কাণ্ডে যুক্ত সকলকে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

আলিপুরদুয়ার প্রেস ক্লাবের সম্পাদক, রাজকুমার কর্মকার বলেন, সকল অভিযুক্তকে বারো ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। বৃহস্পতিবার আমরা এসপি কে জানিয়ে আসব। এছাড়া, কারা ওই ব্যবসায়ী এবং তাদের পেছনে কারা মদত দিচ্ছে সেটাও দেখার জন্য প্রশাসনকে জানাবেন তাঁরা। প্রতিবাদ মিছিলও বার করবেন।

ডব্লিউবিইউজে তরফে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ইমেলে আবেদন করা হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা সাংবাদিকদের সুরক্ষার আশ্বাস দেন। প্রয়োজনে ব্যবস্থাও নেন। কর্মরত সাংবাদিক-সহকর্মীর হেনস্থা ও প্রহৃত হওয়ার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয় সংগঠনের তরফে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

সামগ্রী বিএসএফ সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হওয়ার সময় উদ্ধার করেছে। এছাড়া, ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৩৩ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ইঞ্জেকশন পাচারের সময় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ, জানিয়েছেন অরুণ কুমার ভার্মা।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

মোবাইলে ফোন করে জানায় যে অলিরাই রিয়াং-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ধলাই নদী থেকে।

সাথে সাথে ওনারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসাপাতালে পাঠায়। আমবাসা থানার ওসি হিমাদ্রী সরকার জানান ঘটনার তদন্ত চলছে। মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে অলিরাই রিয়াংকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এখন দেখার পুলিশ এই হত্যার ঘটনার কিনারা করতে সক্ষম হয় কিনা। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

আখ্যা মোদীর

পাচের পাতার পর

দলগুলির প্রভাবকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে কর্ণাটকে পদ্ম ফুটিয়ে ছিলেন তিনি। গোবলয়ের দল বিজেপিকে দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। মূলত তাঁর জন্য কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন ২০০৮ সালে কর্ণাটকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি।

দাবি বিদেশমন্ত্রকের

পাচের পাতার পর

অনুরিমা ভারগভ জানিয়েছেন, নৃশংস এবং অনিয়ন্ত্রিত হিংসা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবে দিল্লি চলতে পারে না।উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লি হিংসায় ৩০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। গুরুতর জখম ২০০ বেশি।

দিলীপ ঘোষ

পাচের পাতার পর

উত্তপ্ত দিল্লিতে এপর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন , ' ছাত্ররা লাঠিয়ে চালিয়ে বলছে পুলিশ কেন লাঠি চালিয়েছে উ ওরা ছাত্র নয় সমাজ বিরোধী উ এখন আন্দোলন করার সুযোগ পুলিশ করে দিয়েছে বলে উল্টে পুলিশের উপরই আরোপ লাগাচ্ছে উ ওরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করছেউদেশের বদনাম করা কিছু লোক চক্রান্ত করছে তাদের কিভাবে ঠান্ডা করতে হবে তা সরকার জানে উ সারা ভারতকে শাহিনবাগ বানানোর চক্রান্ত হয়েছিল উ তা বানচাল করে দেওয়া হয়েছে উ দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে উ ট্রাম্প যে দিন এসেছেন, সে দিন কিছু মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে হাতে, বন্দুক, বোমা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভারতের বদনামের চেষ্টা উ যারা বলছে, গণতন্ত্র বিপন্ন, তারাই গণতন্ত্রের অপব্যবহার করছে উ যে সরকার কাশ্মীর ঠাণ্ডা করেছে, সেই সরকার দিল্লি বা এখানকার পার্ক সার্কাসকেও ঠাণ্ডা করে দেবে।

সৌদি আরবের

পাচের পাতার পর

উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিলভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোতে বসবাসরত সৌদি নাগরিকদের নিজের দেশে যাতায়াতও আপাতত বন্ধ থাকবে।

মহিলা কমিশন

তিনের পাতার পর

আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন কমিশনের কর্মীরা।

হিংসায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন মালিওয়াল। পুলিশ আধিকারিকদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন তিনি। ঘাড়ে গুলি লাগা এক ষোড়শীকে কমিশনের কর্মীরা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। দিল্লি মহিলা কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দুষ্কৃতিরা এক ১৯ বছরে যুবতীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এমনই তথ্য তাদের দিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি হিংসায় ৩০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। গুরুতর জখম ২০০ বেশি।

মঙ্গলবার আগরতলার গেদুমিঞা মসজিদে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতা সহ উদ্যোক্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

ট্রাস্টকে। এই জমিতে ৫১ পিঠের রেপ্লিকা নির্মাণ করা হবে। এখানে 'স্পিরিচুয়াল ট্যরিজম' কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা বিশ্বেশ্বর নন্দীকে ১ বছরের জন্য রি-এম্পয়মেন্ট দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রী নন্দীর অসামান্য অবদান রয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই এই রি-এম্পয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী জানান আগামী ২০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন।

প্রসঙ্গক্রমে সাংবাদিক সম্মেলনে এ বছরের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তাদের সফলতাও কামনা করেন তিনি। তিনি জানান, এবছরের উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ২ মার্চ থেকে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭,৮৪২ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছেন ৩,১৯৮ জন। কলা বিভাগের পরীক্ষার্থী ২৩,২৪৫ এবং বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৯৯ জন। মাদ্রাসা ফাজিলে ২৮ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ৬০টি, ভেন্যু রয়েছে ৮৬টি। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৩ মার্চ থেকে। একই সাথে শুরু হচ্ছে মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষাও। মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী রয়েছেন ৫০,৫৬৯ জন। মাদ্রাসা আলিমে ১০০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। রাজ্য সরকার একটি নতুন কর্মসূচি নিয়েছে 'বছর বাঁচাও'। অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী যে কোন দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ না হতে পারলেও ৭৫ দিন পরে আবার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে মোট নম্বর ন্যূনতম ১৫০ নম্বর পেতে হবে। আগে শুধুমাত্র ১টি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে এই সুযোগ পেত ছাত্রছাত্রীরা। ২টি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে পরের বছর পরীক্ষা দিতে হত। তাছাড়াও অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ছাত্রছাত্রীরা ১টি বিষয়ের পরীক্ষা না দিতে পারলেও এই বছর বাঁচাও কর্মসূচির সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫০ নম্বর পেলেই এই সুযোগ পাওয়া যাবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হলে নিকটবর্তী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আগরতলার ক্ষেত্রে এমন হলে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন শিক্ষামন্ত্রী।

মন্ত্রী শ্রীনাথ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিশেষ কোন কর্মসূচি যেমন মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত না করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অনুরোধ জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় কোন ধরণের ব্যাঘাত যেন না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সকল অংশের মানুষের কাছে আহ্বান জানান। পরীক্ষার সাথে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তর সহ সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী।

দ্বারস্থ

● প্রথম পাতার পর

সংযম ও শান্তি ফেরানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। দিল্লির সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসউ রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছেন, দিল্লিতে প্রতিবাদের জেরে হিংসার ঘটনায় দুঃখিত সেক্রেটারি জেনারেলউ সংযম ও শান্তিতে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৭-এ পৌঁছেছে। জখম ও আহত হয়েছেন ২০০-রও বেশি মানুষ। ইতিমধ্যেই শান্তি ফেরানোর আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর-পূর্ব দিল্লির মৌজপুর, জাফরাবাদের মতো বেশ কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি এখনও থমথমে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখনও থমথমে উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। এমতাবস্থায় দিল্লি-হিংসার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অপসারণ দাবি করেছে কংগ্রেস। দিল্লি-হিংসার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, রাজ্যসভায় কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ, আহমেদ প্যাটেল, পি চিদম্বরম, কে সি বেণুগোপাল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা, আনন্দ শর্মা এবং রণদীপ সুরেজওয়ালা।

রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার প্রাক্কালে, রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের সামনে স্মারকলিপির কিছুটা অংশ পড়ে শোনান কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়া বলেছেন, 'জনগণের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা আপনাকে (রাষ্ট্রপতি) আহ্বাণ জানাহ। হিংসা রুখতে অক্ষমতার জন্য অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি।' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার কারণেই বিগত ৪ দিন ধরে দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে, প্রাণ হারিয়েছেন ৩৭জন এবং ২০০ জন আহত হয়েছেন, এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

যশপাল

● প্রথম পাতার পর

ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এদিকে, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রতন দত্ত বলেন, গতকাল ওয়াই পি সিংহের স্ত্রী অর্চনা সিং সিআরপিসি ৪৩৯ ধারার অন্তর্গত তার স্বামীর জামিনের আবেদন করেন। আজ বিচারপতি অরিন্দম লোধের ব্যাঞ্চে ওই জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে। আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আগামী ৩ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে। ওই দিন আদালতে কেইস ডায়েরি জমা দেওয়ার জন্য বিচারপতি লোধ নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবত, ওই দিন ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদনের ফয়সালা হতে পারে।

আদালত

আটের পাতার পর

সরকারকে সময় দিয়েছে আদালত। তার মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়েছে। উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ওই সময়ের মধ্যে তা-ও জানাতে হবে সরকারকে।

আর্থিক

● প্রথম পাতার পর

আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তবে, ইন্টারনেট গেটওয়ে এখনও রয়েছে। তাঁর কথায়, কলকাতা থেকে এখন আমরা ব্যান্ডউইডথ নেব। তাতে ১০ জিবি করে তিনটি মিডিয়া পাওয়া যাবে। তাঁর বক্তব্য, কক্সবাজার থেকে ব্যান্ডউইডথ নিতে গিয়ে খরচ খুব বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় কলকাতা থেকে ব্যান্ডউইডথ নেওয়া হলে খরচ অনেক কম পড়বে। তাছাড়া, ব্যান্ডউইডথও বেশি পাওয়া যাবে।

তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই কলকাতা থেকে আমরা ব্যান্ডউইডথ পেয়ে যাব। বলেন, বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার কম হত। তাই, বাংলাদেশের সাথে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কোনও চেষ্টা করা হয়নি। দিলীপ শ্রীরামের মতে, বিএসএনএল বর্তমানে আর্থিক দিক দিয়ে ভীষণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দামি ব্যান্ডউইডথ বহন করা সম্ভব নয়। তাই, বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইডথ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিএসএনএল-এর এই সিদ্ধান্তে ইন্টারনেট ইস্যুতে ত্রিপুরা আবারও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কারণ, কলকাতা থেকে ব্যান্ডউইডথ নেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবে গুয়াহাটি হয়ে ত্রিপুরা ব্যান্ডউইডথ পাবে। এক্ষেত্রে কলকাতা বা গুয়াহাটিতে সমস্যা দেখা দিলে, তার প্রভাব ত্রিপুরায়ও পড়বে। তাছাড়া, কলকাতায় কোনও আন্তর্জাতিক গেটওয়ে নেই। ফলে, ব্যান্ডউইডথ-এর জন্য সেই চেন্নাই কিংবা মুম্বাই-এর উপর নির্ভর করতে হবে।

অবশ্য, এ-বিষয়ে সম্ভবত ত্রিপুরা সরকার এখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। কারণ, আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেছেন, রাজ্যে আইটি হাব বানানো সম্ভব, কারণ বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ পাচ্ছে ত্রিপুরা।

জনতার

● প্রথম পাতার পর

কথা বলে মাটঘাট গরম করছেন অন্যদিকে ঢালাও হারে বিলেতি মদের লাইসেন্স দিয়ে চলেছে ২৩ মাসের জোট সরকার। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাজধানী আগরতলা সরকারি তরফে যে বার খোলার অনুমতি মিলেছে তা হয়তো অনেকেরই জানা।

এবারে সরকারি তরফে লাইসেন্স দেওয়ার আগেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো এলাকার মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্প্রতি বিলেতি মদের নতুন লাইসেন্স পাবার জন্য ফটিকরায় বিধানসভার চেবরী চৌমুহনির বিষ্ণু মালাকার টেন্ডার জমা দেন বলে খবর। লাইসেন্স হাতে এলেই চেবড়ী চৌমুহনীতে খোলা হবে নতুন বিলেতী মদের দোকান। এই এলাকাটি একটি জনবহুল এলাকা, যেখানে নতুন মদের দোকান খোলার পরিকল্পনা করেছেন বিষ্ণুবাবু। এর আশেপাশেই রয়েছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল।

এলকায় নতুন করে মদের দোকান খোলা হলে এলাকার যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে যাবে, বিষিয়ে উঠবে পরিবেশ। এই কথা বেবে এবারে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ সঙ্গবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামলেন। প্রশাসন যাতে ঐ এলাকার মদের দোকানের অনুমতি না দেয় এই দাবিতে স্থানীয়রা কুমারঘাট-কাঞ্চনবাড়ি রাস্তার চেবরীতে পথ অবরোধে বসেন। এদিনের আন্দোলন এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে হলেও স্থানীয় বেশ কিছু বিজেপি কর্মীরাও সামিল হয়েছিলেন আন্দোলনে। রাস্তায় দাড়িয়ে উচ্চস্বরে স্লোগান দিতেও দেখা যায় তাদেরকে। সোজা কথায় বর্তমান জোট সরকারের কর্মী সমর্থকরাও এদিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ জানালেন আন্দোলনে সামিল হয়ে। অবরোধের জেরে রাস্তার দুপাশে আটকে পরে যত্রানবাহন, সাময়িক দুর্ভোগ পড়েন সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে ছুটে আসে আবগারী দপ্তরের আদিকারিকরা। পরবর্তীতে তাদের আশ্বাসে অবরোধ মুক্ত হয় সড়ক।

তবে এই এলাকায় যদি মদের দোকান খোলা হয় তবে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা। সূত্রের খবর স্থানীয় শাসক দলীয় জনাকয়েকের প্রচ্ছন্ন মদতেই লাইসেন্স পাবার জন্য টেন্ডার জমা দিয়েছেন বিষ্ণু বাবু। এভাবে নতুন করে মদের দোকানের লাইসেন্স দিতে থাকলে মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা করে হবে? প্রস্ন আমজনতার।

প্রচুর

● প্রথম পাতার পর

করেন রাঁধুনিও। তিনি বলেন, সিলিন্ডার খুলতেই লিক হচ্ছে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিলিন্ডারটি ড্রেনে ফেলে দিয়েছি। তখনই লাগোয়া বসতঘরে আগুন দেখতে পেয়েছি। তার আরও দাবি, রান্না শুরু হয়নি, ফলে তখন ওই সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই।

এদিকে ঘটনা নিয়ে দমকল কর্মী রাখাল দেবনাথ বলেন, আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হয়নি। তবে, সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হলে বড়সড় বিপদ ঘটে যেত। তিনি জানান, আগরতলা এবং মহারাজগঞ্জ বাজার ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি দমকলের ইঞ্জিন মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে, বসতঘরটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, ওই ঘরে আসবাবপত্র-সহ সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। তবে, রান্নার জন্য রাখা সিলিন্ডারটি সময়মতো সরিয়ে দেওয়ায় বিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব হয়েছে, বলেন তিনি।

পুলিশকর্মী

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য নেশা কারবারি মিঠুন পাল পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এসডিপিও শুক্লদাস জানিয়েছেন, মিঠুন পালেন বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তিনজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা করা হয়েছে, জানান তিনি।

এদিকে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, টিএসআর ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের রাইফেলম্যান বর্তমানে কাঞ্চনপুরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তবে, আজ তিনি ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব থেকে গরহাজির ছিলেন। তিনি জানান, আজ হেরোইন-সহ ধৃত তিনজনের বাড়ি কাঞ্চনপুর মহকুমায়।

অন্যদিকে, এসপি সিকিউরিটি বিজয় দেববর্মা জানিয়েছেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রীর দেহরক্ষী দিলীপ চাকমা আজ ছুটিতে ছিলেন। ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দিল্লির অশান্তি থামাতে আবেদন সেহবাগদের

ই মুহূর্তে ভারতের রাজধানি দিল্লি উত্তপ্ত। হিংসা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়। তাই দিল্লিবাসীকে শান্ত থাকার জন্য আবেদন করেছেন ভারতের প্রাক্তণ ক্রিকেটাররা। আবেগ ঘন বার্তায় ভারতের প্রাক্তণ টেস্ট ক্রিকেটর নজফগড়ের নবাব বীরেন্দ্র সেহবাগ দিল্লির এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত হতবাক।এই দুর্দিনে তাঁর মন খারাপ। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যে যেভাবে গণ্ডগোল তৈরি হয়েছে, তা কখনই সমর্থন করা যায় না। ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর, কয়েকশো মানুষ আহত হয়েছেন, পাশাপাশি প্রাণও হারিয়েছেন।এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে শান্ত থাকতে আবেদন করেছেন তিনি। তাঁর কাছে ব্যাপক সংঘর্ষের খবর জানতে তাঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই টুইট করে সেহবাগ বলেছেন, এ ঘটনা খুবই দুভার্গ্যজনক। সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ করেছেন। এমন কোনও ঘটনা না ঘটুক যা দেশে কালিমা হয়ে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস নিতে হবে।শুধু বীরেন্দ্র সেহবাগ শান্তিতে থাকার বার্তা দেন নি। অপর প্রাক্তণ ক্রিকেটার যুবরাজ সিং বলেছেন, দিল্লির এই অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত ব্যাথিত। সবাইকে অনুরোধ করছি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। এটা মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই মানুষ। দিনের শেষে একই কথা বলতে হবে সবার প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসাই আমাদের মূলধন। বিশৃঙ্খলা বা হিংসার মধ্যে দিয়ে কোনও কাজের সমাধান হয় না।অপর প্রাক্তণী হরভজন সিং টুইট করে বলেছেন, নিজেরাই কেন নিজেদের মারছে? সবাইকে অনুরোধ করছি একে-অপরের ক্ষতি করে দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই শান্তি শেষ কথা বলবে সমাজ গঠনে।

ট্র্যাক্টর চালিয়ে শিরোনামে ধোনি

নিজের দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে ধোনি একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কখনও নিখাদ ক্রিকেটার, কখনও বা অধিনায়ক, উইকেটকিপার, মেন্টর, বাটসম্যান, অলরাউন্ডার। অধিনায়ক হিসেবে জিতেছেন তিনটে আইসিসি টুর্নামেন্ট। সেই এমএস ধোনিকেই এবার দেখা গেল নতুন ভূমিকায়। আইপিএল শুরু্র ঠিক একমাস আগে।মার্চেই হলুদ জার্সিতে আইপিএল প্রস্তুতিতে সরকারিভাবে নেমে পড়ছেন মাহি। তার আগে ধোনিকে দেখা গেল, ৩৮ বছরের তারকা রাঁচির ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ট্রাক্টর চালাচ্ছেন। কিউরেটরদের সাহায্য করার জন্যই ধোনি সরাসরি ক্রিকেটার থেকে গাড়ির চালক। সোশাল মিডিয়ায় এমন ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তা ভাইরাল।২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যরা এখন কোথায়, কী করছেনআইপিএলের আগে এই প্রথমবার অবশ্য রাঁচির স্টেডিয়ামে নামলেন না। গত কয়েকমাস ধরেই রাঁচির স্টেডিয়ামের জিমে সময় কাটাচ্ছেন।মার্চের ২ তারিখ থেকে ট্রেনিং শুরু করছেন ধোনি। ১৩তম আইপিএল-এর প্রস্তুতিতে সিএসকে সতীর্থদের সঙ্গে সেদিনই মাঠে নামবেন তিনি। বিশ্বকাপের পর থেকেই ধোনি জাতীয় দলের জার্সিতে নেই। বহুদিন ধোনি জাতীয় দলের বাইরে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর থেকে ধোনিকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম-অ্যাওয়ে সিরিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা- একের পর এক সিরিজ শেষ হয়েছে আর ধোনির জন্য আক্ষেপ বেড়েছে ভক্তদের। ধোনি অবশ্য অবসরের কোনও বার্তা দেননি। মাঝে সেনাবাহিনীর কাজে কাশ্মীরেও কর্তব্য পালন করে এসেছেন।এর মাঝে বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পরে ধোনির অবসর নিয়ে গুঞ্জন আরও বেড়েছিল। যদিও ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধোনি আইপিএলে নিজেকে প্রমাণ করে ফের একবার জাতীয় দলের জার্সিতে শেষবারের মতো টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নেবেন।

আইপিএল শুরুর আগেই ধাক্কা কেকেআরের অভিজ্ঞ স্পিনারকে নির্বাসনে পাঠাল বিসিসিআই

আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স /এবছরের মেগা টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না দলের বর্ষীয়ান স্পিনার প্রবীণ তাম্বে। বিসিসিআইয়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার জেরে আগামী আইপিএল থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে তাম্বেকে। আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল ইতিমধ্যেই নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন।প্রবীণের খেলা নিয়ে মূল বাধা ছিল বিসিসিআইয়েরই একটি নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি থাকলে কোনও ক্রিকেটার অন্য কোনও টি-টোয়েন্টি বা টি-১০ টুর্নামেন্ট খেলতে পারেন না। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনও ক্রিকেটারের চুক্তি থাকলে, তিনি বিদেশের কোনও লিগে শুধুমাত্র ৪০ ওভার, ৩ দিন ও পাঁচদিনের ক্রিকেট খেলতে পারবেন। তাও,বিসিসিআই এবং যে রাজ্যের হয়ে তিনি ক্রিকেট খেলেন, সেই রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার অনুমতি নিয়ে। মুশকিল হল, সম্প্রতি প্রবীণ তাম্বেকে দেখা গিয়েছে আবু ধাবিতে টি-১০ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে। সেখানে রীতিমতো সফলও হন তাম্বে। একটি হ্যাটট্রিকও করেন তিনি। এই টি-১০ টুর্নামেন্টে খেলেই বিপাকে পড়েছেন তাম্বে। বিসিসিআইয়ের শর্ত লঙ্ঘনের জেরে আইপিএল থেকে বরখাস্ত করা হল তাঁকে। আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল জানিয়েছেন, প্রবীণ তাম্বেকে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না। ওঁকে খেলার অনুমতি দিলে অন্যদেরও একইভাবে ছাড় দিতে হবে। উল্লেখ্য, তাম্বে ছাড়াও ওই টি-১০ লিগে খেলেছেন যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র শেহওয়াগরাও।নিলামে প্রবীণ তাম্বেকে কিনে চমক দিয়েছিল কেকেআর। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৪৮ বছর বয়সে পেশাদার ক্রিকেট খেলার অনন্য নজিরের সামনে ছিলেন তাম্বে। মজার কথা হল, দলের কোচ ম্যাককালামের থেকেও দশ বছরের বড় প্রবীণ। এর আগে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে ভাল পারফর্ম করেছেন এই ৪৮ বছর বয়সী লেগ-স্পিনার। কিন্তু এবারে তাঁর আর খেলা হল না।

ক্রিকেট ছেড়ে এই মুহূর্তে পেঁপে এবং তরমুজ চাষে মন দিয়েছেন ধোনি

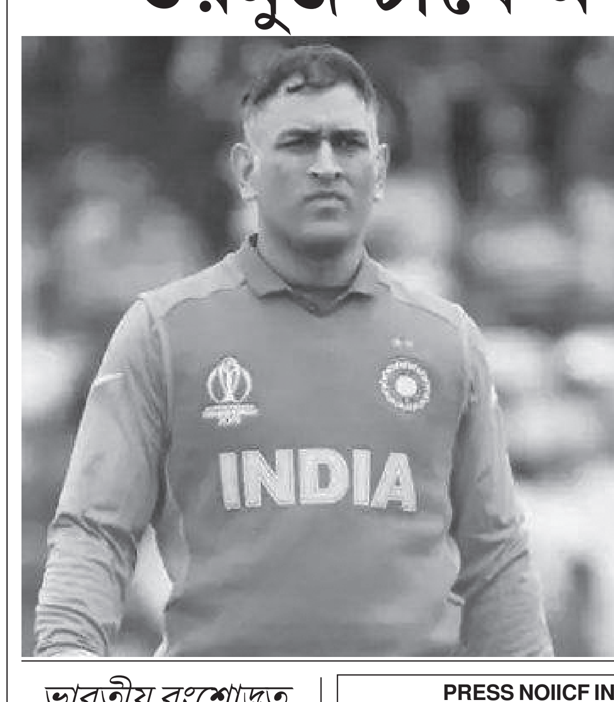

এই মুহূর্তে ক্রিকেট থেকে নিজেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছেন প্রাপ্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু ক্রিকেট না খেলে তিনি এখন কি করছেন অবসর সময়ে সেটা কারোরই অজানা নেই, কারণ ধোনিকে কখনো দেখা যায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডিউটিতে, আবার কখনো দেখা যায় বন্ধুদের সাথে বেরিয়ে পড়েছেন ছুটির মেজাজে, তো আবার কখনো দেখা যায় বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। তবে এসবের মাঝেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন ধোনি, সেটা হল চাষবাস, হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন অবসর সময় চাষবাসের কাজে লাগাচ্ছেন ধোনি।২০১৯ সালে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে দেখা গিয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। তারপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তিনি দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামেননি। তারপর থেকে ভারত ঘরের মাঠে এবং বিদেশে একের পর এক সিরিজ খেলে চলেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত সিরিজে অংশগ্রহণ করেননি মহেন্দ্র সিং ধোনি। তারপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি? কিন্তু সেই ব্যাপারে কোনো সঠিক খবর পাওয়া যায়নি।ধোনির অবসরের জল্পনার মাঝে চেন্নাই সুপার কিংস এর তরফ খবর এসেছে আগামী মার্চ মাসের শুরুতেই মাঠে নামবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে আইপিএল শুরুর আগে ধোনিকে পাওয়া গেল এক অন্য ভূমিকায়, ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ধোনি সেখানে দেখা গিয়েছে ধোনি রাঁচিতে চাষের কাজ করছেন এবং সেই ভিডিও পোস্ট করেন।

হায়দরাবাদের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ওয়ার্নার

নয়াদিল্লি: পাঁচ বছর পর ফের সানরাইজার্স হায়দারাবাদের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নার। তিনি ২০১৫

সালে প্রথমবার এই দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। তিনি নিজে যেমন ব্যাট হাতে সাফল্য পেয়েছিলেন, তেমনই দলকেও সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। তবে বল-বিকৃতির জন্য নির্বাসিত হওয়ায় ২০১৮ সালের আইপিএল-এ খেলতে পারেননি। গতবারের আইপিএল-এ তিনি খেলেন কেন উইলিয়ামসনের নেতৃত্বে। তবে এবার তিনি অধিনায়কত্ব ফেরত পেলেন।সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে ট্যুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিওতে ওয়ার্নার বলেছেন, ”আইপিএল ২০২০-তে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়ে আমি শিহরিত। ফের দলকে নেতৃত্বে দেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। গত দু”বছরে কেন ও ভুবি (ভুবনেশ্বর কুমার) যেভাবে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য ওদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওরা দুর্দান্ত কাজ করেছে। এবারও তোমাদের উপর নির্ভর করে থাকব। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ায় ফের ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আইপিএল ট্রফি জেতার জন্য সবরকম চেষ্টা করব।”আইপিএল-এ হায়দরাবাদের হয়ে চার মরসুমে যথাক্রমে ৫৬২, ৮৪৮, ৬৪২ ও ৬৯২ রান করেন ওয়ার্নার। তিনি ২০১৫, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে অরেঞ্জ ক্যাপ পান। এখনও পর্যন্ত আইপিএল-এ ১২৬টি ম্যাচ খেলে তিনি করেছেন ৪,৭০৬ রান। আইপিএল-এ সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় তিনি চার নম্বরে। এবারের আইপিএল-এ ওয়ার্নারদের প্রথম ম্যাচ ১ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে।

আইপিএলের ম্যাচ খেলার জন্য উত্তরপূর্বের শহরে যাবে কেকেআর

গুয়াহাটি: উত্তরপূর্ব ভারতও আইপিএলের মানচিত্রে ঢুকে পড়ল। গুয়াহাটিতে আয়োজিত হবে আইপিএলের দু”টি ম্যাচ। এর মধ্যে একটি ম্যাচে খেলতে গুয়াহাটি যাবে কলকাতা নাইটরাইডার্স।গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম রাজস্থান রয়্যালসের ”হোম” হিসেবে বিবেচিত হবে। এই মাঠে দু”টো ম্যাচ খেলবে রয়্যালসরা। ৫ এপ্রিল ও ৯ এপ্রিল হবে এই দুই ম্যাচ।প্রথম ম্যাচে রাজস্থান খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। আর দ্বিতীয় ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হবে রাজস্থান। রাজস্থান রয়্যালসে আসমের এক ক্রিকেটার, রিয়ান পরাগ আছেন। ফলে গুয়াহাটিতে এই দুই ম্যাচ হওয়ায় তিনি কার্যত ঘরের মাঠেই খেলবেন।এ বারের আইপিএল শুরু হচ্ছে ২৯ মার্চ। প্রথম ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংস খেলবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। রাজস্থান রয়্যালস অভিযান শুরু করছে ২ এপ্রিল। চেন্নাইয়ে তারা খেলবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। গত মরশুম ভালো যায়নি রাজস্থানের। ১৪ ম্যাচে ১১ পয়েন্টে শেষ করেছিল তারা। পয়েন্ট তালিকায় সাতে ছিল স্টিভ স্মিথ, অজিঙ্ক রাহানের দল।৩১ মার্চ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করবে কলকাতা।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বান্ধবীর সঙ্গে বাগদান সেরে ফেললেন ম্যাক্সওয়েল

সিডনি: চুপিচুপি বাগদান পর্বটা সেরেই ফেললেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বান্ধবী বিনি রমনের সঙ্গে বাগদানের কথা ঘোষণা করলেন ম্যাক্সওয়েল। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন বান্ধবী বিনি। যেখানে তাঁর হাতে দেখা যাচ্ছে একটি হিরের আংটি। গত সপ্তাহেই ম্যাক্সওয়েল যে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, সেটা জানাতেও ভোলেননি বিনি।বাঁ কনুইয়ে অস্ত্রোপচার হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে ছিটকে গিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। আপাতত ৬-৮ সপ্তাহ মাঠের বাইরে তিনি। ম্যাক্সওয়েল জানান, বিনিই তাঁর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে কোনও চিকিতসকের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেন।

বিরাটকে দ্রুত ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ল্যাথামের

ক্রাইস্টচার্চ: প্রথম টেস্টের মতোই দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে দ্রুত আউট করাই নিউজিল্যান্ড শিবিরের লক্ষ্য। এর জন্য তাঁদের পরিকল্পনা তৈরি বলে জানিয়ে দিলেন টম ল্যাথাম। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ব্যাটসম্যান বলেছেন, ”বিরাট যখন ব্যাটিং করতে নামবে, তখন ওর মোকাবিলা করার জন্য আমরা তৈরি থাকব। ও অসাধারণ ক্রিকেটার। সেই কারণেই এতদিন ধরে টেস্টে এক নম্বর ব্যাটসম্যান ছিল। ও দীর্ঘদিন ধরেই সব ধরনের পরিবেশে রান করে চলেছে। তবে উইকেটের দু”দিকেই যদি বল স্যুইং করে, তাহলে আমরা সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।”এবারের নিউজিল্যান্ড সফরে ভাল ফর্মে নেই বিরাট। টি-২০, একদিনের সিরিজ ও প্রথম টেস্ট মিলিয়ে ৯ ইনিংসে তাঁর রান মাত্র ২০১।

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES
Ref : S T B P.S GDE No. 25 dated 19/02/2020

পাশের ছবিটি শ্রী রাজেশ দাস যার আনুমানিক বয়স ১৪ বৎসর, পিতা-শ্রী তপন দাস, সাং-কালাছড়া (পশ্চিম কাঁঠালিয়া), পোঃ কাঁঠালিয়া, থানা-শান্তিরবাজার, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচততা-৩ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ-শ্যামলা, পরা ছিল কালো রঙ এর শীতের পোশাক। গত ১৪-০২-২০২০ইং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ছেলেটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ছেলেটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১। এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া

ফোন নম্বর : ০৩৮২৩-২২২০৫২/ ৭৬২৮০০৭০৭৯

২। শান্তিরবাজার থানা : ফোন নম্বর : ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

ICA/-D-1777/2019-20

Superintendent of Police
South Tripura District

No. F.2-7/TFS/2020/2054
Dated, Agartala, the 26 February, 2020.
PRESS NOTICE INVITING TENDER

The undersigned, on behalf of the Governor of Tripura, invites tender in sealed envelope from the eligible bidders upto 03.00 PM of 04.03.2020 for hiring of following vehicles. The quotations in sealed envelope containing complete tender, EMD and superscribing as “Tender for Hiring of MARUTI EECO vehicles” will be received in this office up to 03.00 PM on 04.03.2020 and will be opened on the same day at 04.00 PM, in presence of the bidders who shall remain present.

DNIT No.	Particulars of Tender	Earnest Money	Eligibility of the bidder
01/ 2020	Hiring of 4(four) nos. MARUTI EECO Vehicles (Petrol) (White) inclusive fuel and driver for the Divisional Fire Officers of Agartala, Udaipur, Kailashahar and Ambassa for the period of 1(one) year. Manufacturing year of the vehicles should be 2018 or thereafter.	Rs. 10,000/- (Rupees then thousand only) per vehicles in the form of Dcall/ DD.	Resourceful, bonafied Indian Citizen/ Agency/ Firm/ who is the owner of the concerned vehicle/ vehicles.

The interested bidders may collect Tender Form, details terms & condition etc. from the Directorate of Fire Service, Tripura, Agartala from 29.02.2019 to 03.03.2020 (working days) free of cost.

Carey Marak, IPS) Joint Director,
For Director Fire Service,
Tripura, Agartala.

ICA/C-2685/2019-20

(PH & FAX-(0381)-2325988, email id: eerd.agartala-tr@gov.in)
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-46/EE/ RDAD/2019-20 Dt. 24-02-2020

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department. Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form
No, 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 16/03/2020 for the following works:

(1)“Upgradation & Renovation of Tulabagan Sub Centre of Mohanpur CHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,73,713.00
(1)“Upgradation & Renovation of Vidhyasagar Sub Centre of Katlamara PHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,73,713.00
(1)“Upgradation & Renovation of Simna Sub Centre of Katlamara PHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,73,713.00
(1)“Upgradation & Renovation of Rangacharra Sub Centre of Mohanpur CHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,63,230.00
(1)“Upgradation & Renovation of Brahmakunda Sub Centre of Katlamara PHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,63,230.00
(1)“Upgradation & Renovation of Kamalghat Sub Centre of Mohanpur CHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV Rs. 6,69,269.00
(1)“Upgradation & Renovation of Bijoy Nagar Sub Centre of Mohanpur CHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,69,269.00
(1)“Upgradation & Renovation of Harinakhola Sub Centre of Mohanpur CHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,73,713.00
(1)“Upgradation & Renovation of Fatikcherra Sub Centre of Bamutia PHC under Mohanpur RD Block during 2019-20”.
ECV: Rs. 6,73,713.00

Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.aov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will **be available in the website only.**

ICA/C-2676/2019-20

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

The Executive Engineer, Rural Development Department, Udaipur Division, Cornati District,Tripurainvites separate percentage rate e-tender against press NIT No. - PT-1 VEE/ RDUD/G/2019-20

DATED-25/02/2020

1.Construction of Open Shed to the field of Madhyapara ICDS Centre ward no-3 at Karaiyamura GP.
Total E/Cost:- Rs. 3,51,072/-, Earnest Money= Rs. 3,511/- Time :- 90 (ninety) days. DNIT NO. 31/NIT/EE/RDUD/ G/2019-20. Dt.- 25/02/2020
1.Construction of open market shed ,Samukcharra Radhabasi Debbarma para Bazar at Samukcharra Dakshin para under Kakraban RD Block,Gomati District.
Total E/Cost:- Rs. 9,67,725/-, Earnest Money= Rs. 9,677/- Time :- 120 (one hundred and twenty) days.
DNIT NO. 32/NIT/EE/RDUD/ G/2019-20. Dt.- 25/02/2020
1.Providing Electrical inatallation to the newly constructed community Hall at first floor of SHG Training centre at Dhajanagar under Tepania R.D. Block, Udaipur, Gomati District.
Total E/Cost:- Rs. 71,462/-, Earnest Money= Rs. 715/- Time :- 30 (thirty) days.
DNIT NO. 33/NIT/EE/RDUD/ G/2019-20. Dt.- 25/02/2020
LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING = Up to15.00 Hrs on 10/03/2020
TIME AND DATE OF OPENING OF BID = At 15.30 Hrs on 10/03/ 2020
DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION = https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2680/2019-20

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District.Tripura.

PRESS NOIICF INVTTING e TENDE=R NO. KE-IED/PWD/AGT/48/2019-20

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on **16/03/ 2020**

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	Special repair to E.I in the office of the Directorate Building at P.N.Complex,Agartala **DNIeT No.EE-IED/AGT/69/2019-20**	666,854.00	6,669.00	30(Thirty) days	Upto 15.00 Hrs on 16/03/2020	At 15.30 Hrs on 17/03/2020	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-2672/2019-20

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

Agartala Municipal Corporation
P.W. Division No-IV.
PNIeT-10/E.E/Div.-IV/AMC/2019-20 Date : 24/02/2020
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works :

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	Const. work for 1.Ceiling repairing of ward office no-29, A.M.C. 2. Brick soling from H/O Dipankar Das to H/o Niranjan Sutradhar at Pradhan Para 3. Drain from H/O Habul Deb to H/O Shymal Malakar at Netaji Colony gali under ward no-29, AMC DNIe-T No : 17/DIV.-IV/AMC/2019-20.	Rs. 5,25,959/	Rs. 5,260/	45(Forty five) days	12/03/2020 15.00 Hours	12/03/2020 16.00 Hours (If Possible)	https:tripura tenders.gov.in.	Enlisted Contractor
2	Const of pucca drain & brick soling st. from near the H/O 1. Kajal Hrishidas 2. Agni Das 3. Manik Deb 4. Gopal Goswami 5. Rajendra Das at different places under AMC ward no-26 DNIe-T No : 18/DIV.-IV/AMC/2019-20.	Rs. 5,26,825/	Rs. 5,268/-	45(Forty five) days				

Other necessary details information can be seen in the Division office of the Executive Engineer, P.W. Div-IV, AMC at City Centre 4th floor in the Office hour.
NB : This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

জঙ্গিদের খোঁজে সোপিয়ানে তল্লাশি নিরাপত্তা বাহিনীর

শ্রীনগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জঙ্গিদের খোঁজে দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ানে তল্লাশি অভিযান চালালো নিরাপত্তা বাহিনী। সামরিক পরিভাষায় এই ধরণের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন(কেসো) বলা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে সোপিয়ানের আগলার জাইনপোরা যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। এলাকাটিতে প্রবেশের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে জঙ্গিদের খোঁজে প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় জওয়ানরা। স্থানীয়রা যাতে কোনও ভাবে বিক্ষোভ দেখাতে না পারে সেই জন্য বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছে বলে জানা গিয়েছে।

বিচারপতি এস মুরলীধরের 'আকস্মিক' বদলি, প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধরের বদলি নিয়ে চাপান-উতর তুঙ্গে রাজনৈতিক মহলেঊ বুধবার মধ্যরাতে মুরলীধরের বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ঊ এরপরই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী বিবাদঊ বিচারপতি এস মুরলীধরকে বদলির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীঊ টুইটারে রাহুল লিখেছেন, 'বিচারপতি লোয়ার কথা মনে পড়ছে, যাঁকে বদলি করা হয়নিঊ' সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রিজগোপাল হরকিষেণ লোয়া ২০১৪ সালে মারা যানঊ বিচারপতি লোয়া সোহরাবুদ্দিন শেখের হত্যা সংক্রান্ত তদন্তের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেনঊ লোয়ার মৃত্যু নিয়েও ব্যাপক বিতর্ক হয়।

ঘটনাচক্রে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় দিল্লি পুলিশকে তুলোধনা করার পরই বদলি করা হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধরকেঊ একাধিক বিতর্কিত ভিডিও দেখার পর বুধবার বিচারপতি মুরলীধর বলেছিলেন, দিল্লি পুলিশ কি এগুলি দেখেনি? তাহলে কেন এফআইআর দায়ের হয়নি? বিচারপতি উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন, দিল্লি পুলিশের এই হাল দেখে আমি বিস্মিতঊ এরপর মধ্যরাতে বিচারপতি মুরলীধরকে বদলি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মুরলীধরের বদলি আসলে রুটিন বদলিঊ কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য এই যুক্তি মানতে নারাজঊ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা টুইটারে লিখেছেন, 'মধ্যরাতে বিচারপতি মুরলীধরের এই বদলির নির্দেশ বর্তমান পরিস্থিতিতে মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়ঊ নিশ্চিতভাবে বেদনাদায়ক ও লজ্জাকরঊ' উল্লেখ্য, বুধবার রাতে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধরকে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

মোহনপুরে গাঁজা সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। সদর উত্তরের মোহনপুর মহকুমার সোনারাম এলাকায় একটি মারুতি গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুই যুবককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হল শিবু দেববর্মা ও ইমান দেববর্মা। তাদের হেপাজত থেকে ২৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। আটক করা মারুতি গাড়িটির নম্বর টিআর০১-ওয়াই টেম-১৭৬৭। সিধাই থানার ওসি বিজয় সেন বৃহস্পতিবার সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সোনারাম এলাকায় ওৎ পেতে বসে থেকে গাঁজা সহ গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হন। উদ্ধার করা গাঁজার বাজার মূল্য দেড় লক্ষাধিক টাকা। এব্যাপারে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সিধাই থানার ওসি।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে এখনও শান্তিতে আছি, দাবি জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় এখনও আমরা শান্তিতেই আছি। তবে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এনআরসি এবং এনপিআর-এর বিরোধিতায় যারা সরব হয়েছেন তাঁদের সমর্থন করি।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন সংগঠন সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে।

নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ, আইপিএফটি, কংগ্রেস এবং সিপিএম বিরোধিতা করছে।

জমিয়ত উলেমা হিন্দ তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করছে। তাঁর মতে, ত্রিপুরায় এখনও জমিয়ত উলেমা হিন্দ-এর আলাদাভাবে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা পড়েনি। তবে, প্রয়োজন হলে আমরাও মাঠে নামব।

তাঁর কথায়, সারা দেশ একদিকে, কিন্তু ত্রিপুরার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে সারা দেশের পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩৭১ ধারা এখনও বলবৎ রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর নিয়ে এখনও বাড়াবাড়ি হয়নি। তাই, আমরা এখনও শান্তিতেই জীবন কাটাচ্ছি।

ফলে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে বলার সময় এখনও আসেনি। তাই, ত্রিপুরা সরকারকে সমর্থন দিচ্ছি, বলেন তিনি।

বটতলা বাজারে দেশি মদ ও প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান সদর মহকুমা শাসকের

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজধানীর বটতলা বাজারে আজ সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে প্লাস্টিক ও মদ বিরোধী অভিযান সংগঠিত হয়েছে। অভিযান চলাকালীন প্রচুর পরিমাণে দেশি মদ নষ্ট করা হয়েছে এবং প্রচুর প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিভিন্ন দোকান থেকে উদ্ধার করেছেন মহকুমা শাসক। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দোকানের মালিকদের আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার কোনভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাতে পরিবেশের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আহ্বানে ব্যবসায়ীদের অনেকেই সাড়া দিচ্ছে না অভিযোগ। তাই, সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহার নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পরিবেশ ও বিজ্ঞান দপ্তরের আধিকারিকরা আজ অভিযানে শামিল হন। অভিযান চলাকালীন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা বলেন, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গেও তিনি এসব বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বৈঠক করেছেন। তবুও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বটতলা বাজারে দেশি মদ ও প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। তাই, সমাজ ও পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে এই অভিযান চালানো হয়।

তাঁর কথায়, আইন অনুযায়ী প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ যাদের দোকানে মিলেছে তাদেরকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার না করার জন্য তাদের সচেতন করা হয়েছে। এসব কাজে সচেতন নাগরিকদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক। প্রসঙ্গত, শুধু বটতলা বাজারেই নয়, ত্রিপুরার সর্বত্রই আইনকানুনকে তোয়াক্কা না করে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের রমরমা ব্যবহার চলছে। স্থানীয়ভাবে প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে সমাজ ও পরিবেশকে ভয়ঙ্কর দূষণের হাত থেকে কোনভাবেই রক্ষা করা যাবে না বলে পরিবেশবিদদের ধারণা।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু কলকাতায়, সাব্রুম থেকে ধৃত স্বামী সহ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে সাব্রুম থেকে স্বামী ও মৃতার ঝাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে গেলো পুলিশ। ধৃতরা হল মৃতার স্বামী বিভাস রায় এবং ঝাঁ মঞ্জু ভৌমিক রায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাব্রুমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৮ সালে বিভাস রায়ের স্ত্রী রুমা বিশ্বাস রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কলকাতায়। ২০১৯ সালে রুমা বিশ্বাসের বাবা সুভাষ বিশ্বাস এই ব্যাপারে কলকাতায় ২৪ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলার তদন্তে পুলিশ বুধবার কলকাতা থেকে সাব্রুমে আসে। বৃহস্পতিবার সকালে সাব্রুম থানার সহযোগিতায় স্থানীয় ছোটকিল গ্রাম থেকে বিভাস রায় ও মঞ্জু ভৌমিক রায়কে গ্রেফতার কলকাতায় নিয়ে যায়।

উস্কানিমূলক মন্তব্য : ব্যবস্থা নিতে ৪ সপ্তাহ সময় দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির পরিস্থিতি যা তাতে এখনই বিজেপি নেতাদের কোনও এফআইআর দায়ের করা সম্ভব নয় বলে হাইকোর্টে জানাল দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবারের দিল্লি হিংসার মামলার শুনানিতে হাইকোর্টে এমনটাই জানাল দিল্লি পুলিশ ঊ এরপর দিল্লির হিংসায় উস্কানিমূলক মন্তব্য ইস্যুতে ব্যবস্থা নিতে দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্র সরকারকে চার সপ্তাহ সময় দিল আদালত ঊ এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ এপ্রিল

উত্তর-পূর্ব দিল্লি জুড়ে রবিবার রাত থেকে হিংসা, গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে দিল্লি পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠছে। সেই সংক্রান্ত একটি আবেদনের শুনানিতে বুধবার দিল্লি পুলিশকে ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি এস মুরলীধর। বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর, প্রবেশ বর্মা ও অজয় বর্মার বিরুদ্ধে কেন এফআইআর দায়ের হয়নি, দিল্লি পুলিশের কাছে তা জানতে চান তিনি। একদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেন। এফআইআর না-হলে তার ফল কী হতে পারে, তা-ও পুলিশকে ভেবে দেখতে বলেন তিনি। ওই মামলায় বৃহস্পতিবার ফের শুনানি হয় দিল্লি হাইকোর্টে। এদিন আদালতকে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সমস্ত ভিডিও দেখা হচ্ছে। প্ররোচনামূলক মন্তব্যের অভিযোগে বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে এখনই কোনও এফআইআর দায়ের করা ঠিক হবে না। কারণ এই মুহূর্তে তা শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় খুব সহায়ক হবে না।এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ৪৮ এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

আজ এই মামলার শুনানি চলাকালে দিল্লি পুলিশের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, পিটিশনার তিনটি ভাষণকে প্ররোচনামূলক বলে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এধরনের আরও অনেক মন্তব্য রয়েছে। তিনি এই মামলায় কেন্দ্রকে পক্ষ করারও আর্জি জানান।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার আর্জি মেনে এ দিন কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি পক্ষ হিসাবে মামলার অন্তর্ভুক্ত করে বিচারপতি ডিএন পটেল এবং সি হরিশঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে কাজ করছে সরকার ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। কাকড়াবন ব্লকের শামুকছড়া এ ডি সি ভিলেজের শামুকছড়া বাজারে গতকাল এক অনুষ্ঠানে মৎস্য দপ্তরের নবনির্মিত মৎস্য বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক'ষি, পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। মৎস্য বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তোলার কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত জলাশয়গুলিকে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ। আগামী ৩ বছরের মধ্যে মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ক'ষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, ক'ষি উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তোলার কাজ শুরু করেছে সরকার। সরকার চাইছে প্রতিটি মানুষ স্বনির্ভর হোক। সেই লক্ষ্যে সরকার কাজও শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাকড়াবন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা। স্বাগত ভাষণ দেন মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক বিজয় কান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়, কাকড়াবন ব্লকের বি ডি ও অভিজিৎ দাস। উল্লেখ্য নবনির্মিত মৎস্য বিপনন কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা।

সন্তানসম্ভবা মাকে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বনমালীপুর এলাকার দু'জন সন্তানসম্ভবা মহিলার বাড়িতে গিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি তাদের হাতে পুষ্টিকর খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেন। সন্তানসম্ভবা দু'জন মহিলার সুস্থ জীবন কামনা করে তাদের হাতে শুভেচ্ছাপত্রও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন সুস্থ মা-ই সুস্থ ও সবল সন্তান জন্ম দিতে পারেন। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে সুস্থ ও সবল থাকে, রোগমুক্ত থাকে,

শিশু ও গর্ভবতী মায়ের ম'ত্যুর হার যাতে কম হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই বিষয়গুলি নিয়ে যে কাজ করছে তার সফলতা তখনই আসবে যখন জনপ্রতিনিধি সহ রাজ্যের সকল অংশের জনগণ একযোগে কাজ করবে।

রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার থাকায় শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। শিল্পায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ, জল এবং জমির প্রয়োজন হয়। ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ, জল, জমি-সহ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার থাকায় শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং অডিটরিয়ামে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যে শিল্পের বিকাশ এবং প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রসঙ্গত, এই সম্মেলন আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সম্মেলনের থিম উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিল্পের বিকাশ : চ্যালেঞ্জেস এবং সুযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসার জন্য উদ্যোগীদের কোন অঞ্চল উৎকৃষ্ট, সেই অঞ্চলে কোন সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব এবং কতটা উৎপাদন প্রয়োজন, পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ব্যবসায় কতটা সাফল্য আসতে পারে সেই বিষয়গুলি সঠিক বিবেচনা করে বিনিয়োগ করলে সফলতা আসবে। পাশাপাশি কাঁচামাল উৎপাদন অঞ্চল থেকে উৎপাদন ইউনিট এবং সেখান থেকে বাজারের কতটা দূরত্ব রয়েছে সেই বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা প্রবল।

তাঁর দাবি, দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাইছেন। এজন্য লুক-ইস্ট পলিসিকে অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসিতে রূপান্তরিত করেছেন। অষ্টলক্ষীপল নামেও আখ্যায়িত করেছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রিড প্রকল্পে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, প্রচুর পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হওয়ায় এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা বানাতে চাইছেন। হীরা মানে হাইওয়েজ, আইওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ বেড়ে ২৬ শতাংশ হয়েছে যা বিগত সরকারের সময় ৯.৮ শতাংশ ছিল। তাঁর দাবি, রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় জিএসডিপি ছিল ১০ থেকে ১১ শতাংশ যা বেড়ে এখন ১৩.০৯ শতাংশ হয়েছে।

একই সঙ্গে মানুষের বার্ষিক গড় আয়ও (নেট) বেড়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এক বছরের জন্য জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং আগামী ৩ বছরের জন্য ৮,০০০ কোটি টাকার অধিক মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন আকাশপথ, সড়কপথ এবং রেলপথের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। অনেকগুলি এক্সপ্রেস ট্রেন এখন বহিঃরাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

প্রসঙ্গত, আকাশপথেও প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রাজ্যে বিমান উঠা-নামা করছে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে রাজ্যের নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হওয়ার পাশাপাশি ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দেশগুলির জন্যও করিডোর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার ডিজিটালাইজেশনের ওপরও গুরুত্ব দিয়ে ইপিডিএস, ই-টেন্ডার, ই-ক্লাসরুম, ই-চালান, ই-স্ট্যাম্পিং, ই-ড্যাশবোর্ড, ই-ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি চালু করেছে।

তিনি বলেন, রাজ্যে পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। খুব স্বল্প সময়ে মানুষকে রোজগার দিতে পারে। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার হেলথ ট্যুরিজম, ধর্মীয় পর্যটনের বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, নীরমহল, ছবিমুড়া, ঊনকোটি প্রভৃতি দর্শনীয় পর্যটনস্থল রয়েছে। আগের তুলনায় উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে দর্শণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ইকো ট্যুরিজমকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যের ৫৪টি চা বাগানকে পর্যটনের ক্ষেত্র হিসাবে উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ওয়াইল্ডলাইফ ট্যুরিজমকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যে বাইসন পয়েন্ট, ভালচার পয়েন্ট, হর্ণবিল পয়েন্ট, বাটারফ্লাই পয়েন্টগুলির পরিকাঠামো আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কালচার্যাল ট্যুরিজমের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য রাজ্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করে কালচার্যাল হাব তৈরি করা হবে। কারণ সংস্কৃতিই যে কোন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রবার রফতানি থেকে বড় পরিমাণ অর্থ আসে। রবার শিটের গুণমান বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার মোক হাউস স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে রবারের ভ্যালু অ্যাডিশন হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিপ্লব দেব বলেন, ত্রিপুরায় এতদিন ত্রিপুরায় উৎপাদিত চায়ের কোন লোগো ছিলনা। এই সরকার আসার পর ত্রিপুরা চায়ের ব্র্যান্ড নাম দেওয়া হয়েছে। এই ব্র্যান্ডটি মার্কেটিং করার পর কলকাতার বাজারে ত্রিপুরার যে চা প্রতি কিলোর দাম ১৩৫ টাকা ছিল তা বেড়ে হয়েছে ২২৫ টাকা। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম এখন লাভের মুখ দেখছে। মুখ্যমন্ত্রীরা বলেন, ফুলের একটা বড় বাজার রয়েছে রাজ্যে। অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ফুলচাষ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অশোক সজ্জনহার বলেন, ত্রিপুরায় শিল্পায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেল, বিমান, সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেছে যা শিল্প স্থাপনের জন্য সহায়ক। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মহেশ কুমার সিং বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পসারণের মাধ্যমে রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার অনুপ কুমার মুদগল, বার্লিনের সয়েন্ট সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পুরণচন্দ্র পাণ্ডে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস অ্যান্ড কমার্সের ডিন অধ্যাপক চন্দ্রিকা বসু মজমদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সুকান্ত বণিক। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড় দেবর্ষী মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডিজিটাল কনফারেন্স প্রসিডিংসের একটি সিডি-র উন্মোচন করেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেছেন।

দিল্লির সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজধানী দিল্লির সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণার পাশাপাশি সংঘর্ষে গুরুতর আহতদের ২ লক্ষ টাকা ও যাঁদের ঘর পুড়ে গিয়েছে তাঁদেরও নতুন ঘর তৈরির জন্য ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন কেজরিওয়াল। সিএএ সমর্থনকারী ও বিরোধীদের সংঘর্ষে গত রবিবার থেকে উত্তপ্ত দিল্লি। উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। লাফিয়ে বাড়তে থাকে নিহত ও আহতের সংখ্যা। বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি, ঘর, দোকানে ঢুকে ব্যাপক ভাঙুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাণভয়ে এলাকা ছাড়তে শুরু করেন বহু মানুষ। উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু পরিবার লুকিয়ে বাইরে চলে যায়। দিল্লির বাইরে আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নেন অনেকে। শুধু বাড়ি-ঘর বা দোকানই নয়। গত কয়েকদিনের সংঘর্ষে বহু গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

সংঘর্ষ-কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লিবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা দিয়েছেন কেজরি। বৃহস্পতিবার সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেন কেজরিওয়াল। সংঘর্ষে গুরুতর আহতদের ২ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেন। আহতদের যাঁরা বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন তাঁদের নিখরচায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেইসঙ্গে যাঁদের ঘর পুড়ে গিয়েছে তাঁদেরও নতুন ঘর তৈরির জন্য ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন কেজরিওয়াল।

শুধু আর্থিক সাহায্য দেওয়াই নয়, সংঘর্ষ-কবলিত এলাকায় বাড়ি-বাড়ি খাবার সরবরাহ করা হবে বলেও এদিন জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যে যে এলাকায় এখনও কার্ফু জারি রয়েছে সেখানে বাড়ি-বাড়ি দিল্লির সরকারের তরফে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে।'